



ওড়িশায় বালেশ্বরের বাহানাগা স্টেশনের কাছে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কথা প্রথম কলকাতার জাতীয় বিপণ্য মোকাবিলা দফতরে খবর দেন একজন জওয়ান।
...বিস্তারিত পাতা ৩



দেশ-বিদেশের প্রচুর ভক্তদের সমাগম হয়েছে মায়াপুরের রাজাপুরে জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা উলস্কে।
...বিস্তারিত পাতা ৫



গরমে ডায়রিয়া থেকে সকলেরই উচিত সারথানে থাকা, না হলে বিপদ বাড়তে পারে। তেমন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরী।
...বিস্তারিত পাতা ৬



বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেটে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই, স্টেটে শিরপার জন্য লড়াই। জুন থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল।
...বিস্তারিত পাতা ৮

বালেশ্বরের বাহানাগার দুর্ঘটনার নেপথ্যে কোনও কি ষড়যন্ত্র রয়েছে?



বালেশ্বর(ওড়িশা), ৪ জুন : রবিবার সকালে বালেশ্বরের দুর্ঘটনাস্থলে খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব লাইন মেরামতির কাজে নজরদারি চালাচ্ছেন। ট্রেন দুর্ঘটনায় এখনও স্বজনহারা কল্লায় ভারী বালেশ্বরের বাহানাগা। মৃতদেহের স্তুপে চলছে প্রিয়জনের খোঁজ। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত বন্ধ উদ্ধারকাজ। চলছে লাইন মেরামতির কাজ। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় যশবন্তপুর হামসফর এক্সপ্রেসকে ধাক্কা মেরে মালগাড়ির উপর উঠে যায় শালিমার-চেন্নাই করমণ্ডল এক্সপ্রেস। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার ঘটনাস্থলে

পৌঁছেন রেলমন্ত্রী। তারপর থেকে প্রতি মুহূর্তে উদ্ধারকাজের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন তিনি। গভীর রাত পর্যন্ত ঘটনাস্থলে ছিলেন রেলমন্ত্রী। রবিবার সকালে দুর্ঘটনাস্থলেই রয়েছেন তিনি। তিনি জানান, দুর্ঘটনার মূল কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সম্ভবত আজকের মধ্যে ট্রাকটি পুনরুদ্ধার করা হবে। উদ্ধারকাজ আপাতত শেষ। চলছে লাইন মেরামতির কাজ। সন্দের মধ্যে আংশিক লাইন মেরামতির চেষ্টা করা হচ্ছে। বুধবারের মধ্যে লাইন মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ শেষ করে পরিসেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। এদিকে,

এই দুর্ঘটনার জেরে আজও বাতিল পুরীগামী একাধিক দুরপাল্লার ট্রেন। বেশ কয়েকটি ট্রেনকে ঘূর্ণপথে গন্তব্যে পাঠানোর কাজও চলছে। এখন প্রশ্ন উঠছে এই ঘটনার পেছনে কি কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে। এদিন বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রত্যেকের আত্মীয়দের ৫ লক্ষ এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা এক্স-গ্রেশিয়া ঘোষণা করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছে, মৃতদের নিকটাত্মীয়রা ৫ লাখ টাকা এবং যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তারা ১ লাখ টাকা সহায়তা পাবেন। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৯৫ জন প্রাণ

হারিয়েছে এবং ১ হাজার জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে। ট্রেন দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা ভুলেশ্বর এবং বালেশ্বরের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শনিবার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। রবিবার সকালে বালেশ্বরের দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে তিনি রেল মন্ত্রকের রপ্টমন্ত্রী ছিলেন। সূত্রে জানা গিয়েছে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নির্দেশেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেসের আরেক নেতা এ চেল্লা কুমার। এদিকে, ওড়িশায় গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। তিনি ভুবনেশ্বর এইমসে যাবেন। এছাড়া কটকে অন্য হাসপাতালগুলিও ঘুরে দেখার কথা মোদী মন্ত্রিসভার এই সদস্যের। চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন চলছে, তা নিজের চোখে দেখবেন। শুক্রবার ২ জুন সন্ধ্যা নাগাদ তিনটি ট্রেনের মধ্যে থাক্কায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা হয় ওড়িশার বালাসোরে বাহানাহ বাসারো। এই দুর্ঘটনায় সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ২৯৫ এবং জখম ৯০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আহতদের মধ্যে ৫৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। গতকালই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রেল অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার ভোরেই বালেশ্বরে পৌঁছেন। তাঁকে সারাদিনিই ঘটনাস্থলে

• ৩ পাতায়...

রাজ্য সরকারের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন : গত শুক্রবার উড়িষ্যার বালাসোরে বাহানাগা বাজারে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পরে নিহতদের দেহ সেখান থেকে নিয়ে এসে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়াও মর্যাদার সঙ্গে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা জেলা প্রশাসনকে করতে হবে বলে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্য সচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেন্দী জেলা শাসকদের এই নির্দেশ দিয়ে নিহতদের পরিবারের সহযোগিতায় ওই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে প্রশাসনের প্রতিনিধি ছাড়াও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের উপস্থিত থাকার কথা জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবীন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এই দুর্ঘটনায় এখনো পর্যন্ত রাজ্যের ৩১ জন বাসিন্দার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন ৫৪৪ জন।

বরুণ গান্ধীর আরজি

নয়াদিল্লি, ৪ জুন : করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় মৃতদের সাহায্য করতে বিশেষ আবেদন জানানলেন বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধী। তিনি বলেন, দুর্গতদের সাহায্যের জন্য নিজেদের মাইনে দান করুন দেশের প্রত্যেক সাংসদ। কারণ এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো উচিত সকলেরই। ইতিমধ্যেই ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ২৮৮ ছুঁয়েছে। যদিও ওড়িশা সরকারের মতে মোট ২৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবারের দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন দেশ-বিদেশের একাধিক নেতা। ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। ইতিমধ্যেই হতাহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। এনে পরিস্থিতিতে সাংসদদের আলোদন করে দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছেন বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধী।

দাঁড়াতে হবে স্বজনহারাদের পাশে, দেহ ফেরাতে সাহায্যের নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৪ জুন : করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় নিহতদের

সব বিমান সংস্থার জন্য এই নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার। স্বজনহারা



দেহ যাতে আত্মীয়পরিজনরা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সে জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে সমস্ত বিমানকে। ওড়িশা দিয়ে যাতায়াত করে এমন

কোনও পরিবার যাতে সমস্যার মধ্যে না পড়ে সেই দিকগুলি খোয়াল রাখতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি দূরের রাজ্যে যারা দেহ নিয়ে যাবেন তাঁদের জন্য বিমান

সংস্থাগুলিকে চালু নীতির মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। এমনটাই খবর রেল সূত্রে। প্রসঙ্গত, রেলের পক্ষ ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনায় মৃত এবং আহতদের পরিবারের পরিজনদের দুর্ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ ট্রেন শনিবার চালানো হয়েছে। শেষ পাওয়া আপডেটে জানা যাচ্ছে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে ২৯৫ জনের। আহত হাজারেরও বেশি। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের পাশাপাশি হতাহতদের তালিকায় রয়েছেন বেসালুরু এক্সপ্রেসের যাত্রীরাও। এদিকে ইতিমধ্যেই মৃতদের জন্য ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গুরুতর আহতদের জন্য ২ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে।

তেলেঙ্গানায় জোট বাঁধতে পারে বিজেপি-টিডেপি

নয়াদিল্লি, ৪ জুন : জাতীয় রাজনীতি তো বটেই, অন্ধ্রের রাজ্য রাজনীতিতেও ক্রমশই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছেন চন্দ্রবাবু নাইডু। আর অস্তিত্ব বাঁচাতে ফের একবার বিজেপির হাত ধরতে চাইছেন তেলুগু দেশম পাটির (টিডিপি) সূত্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু। রবিবার সকালেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। যদিও তা নিয়ে মুখ খোললেন টিডিপি সূত্রিমো। তবে সূত্রের খবর, আসন্ন তেলেঙ্গানা বিধানসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে টিডিপির জোট নিয়েই দুজনের মধ্যে কথা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে অন্ধ্রপ্রদেশকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার

বিরোধের জেরে এনডিএ জোট ছেড়েছিলেন চন্দ্রবাবু। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে জোট গড়ার জন্য ব্যাপিয়েও ছিলেন। কিন্তু সফল হলনি। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিপুল জনাদেশ নিয়ে বিজেপি ফের কেন্দ্রের ক্ষমতায় ফিরতে বিরোধী জোট ঞ্চে পদ্ম শিবিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকেন টিডিপি সূত্রিমো। একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসাও শোনা গিয়েছে তাঁর কণ্ঠে। এমনকী বেশ কয়েকটি বিষয়ে সরাসরি বিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছেন। সম্প্রতি পোর্ট ব্রেকার পুরসভা নির্বাচনেও হাত মিলিয়ে লড়েছিল বিজেপিটিডিপি।

সিঙ্গাপুরে গোপন বৈঠকে ভারত, চিন, ও আমেরিকা!

নয়াদিল্লি, ৪ জুন : সারা বিশ্বের গোয়েন্দা প্রধানরা সিঙ্গাপুরে মিলিত হলেন এক গোপন বৈঠকে, বলে জানতে পারা গিয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিল ভারতও! আর ছিলেন চিন, আমেরিকার গোয়েন্দাপ্রধানরাও। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবারই এক গোপন বৈঠকে সংবাদমাধ্যমের চোখের আড়ালেই হয় ওই বৈঠক। এবারই প্রথম নয়, সিঙ্গাপুরে এমন বৈঠক নাকি কয়েক বছর ধরেই হচ্ছে। যার আয়োজন করে সিঙ্গাপুর প্রশাসনই।



বিভিন্ন স্থানে। এবং বৈঠকের আগে সেসম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছুই জানানো হয় না। জানা যাচ্ছে, বৈঠকে

‘ওভারসিজ ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিং এজেন্সি’র প্রধান। আমেরিকার তরফে হাজির ছিলেন সেদেশের

জাতীয় গোয়েন্দাপ্রধান আভরিল হেইনেস। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পাঁচজন ব্যক্তির সূত্রে এই তথ্য জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু কেন এই বৈঠক? সূত্রের দাবি, পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রাখতে গোয়েন্দারা নাকি সাংকেতিক ভাষায় আদানপ্রদান করে তথ্যের। আর সেই যোগাযোগের ‘বোঝাপড়া’র উন্নতি ঘটতেই এই বার্ষিক গোপন বৈঠকের আয়োজন। কিন্তু নয়াদিল্লি এমন বৈঠক সম্পর্কে নিরপত্তার কথা উল্লেখ করেন না। রেলের গুপ্ত থেকে নিচ পর্যন্ত সবার জবাবদিহিতা ঠিক করা দরকার।

রেলের নিরাপত্তা উপেক্ষা করছে কেন্দ্রীয় সরকার, অভিযোগ খাড়গের

নয়াদিল্লি, ৪ জুন : ওড়িশার বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনার দুদিন পর এই ইস্যুতে কেন্দ্র সরকারকে ঘেরাও করতে শুরু করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সরকারের বিরুদ্ধে রেলের নিরাপত্তায় অবহেলার অভিযোগ করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিদিন ট্রেনগুলিকে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত এবং রেলের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেন না। রেলের গুপ্ত থেকে নিচ পর্যন্ত সবার জবাবদিহিতা ঠিক করা দরকার।



ন্যায়বিচার পাবে। খাড়গে আরও বলেন, এটি স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় এবং বেদনাদায়ক ট্রেন দুর্ঘটনা। মোদী সরকার ‘পিআর’-এ বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। রেলওয়েতে

৩ লাখেরও বেশি পদ শূন্য রয়েছে এবং কেন সেগুলি এখনও পূরণ করা হয়নি বলে তিনি প্রশ্ন করেন। খাড়গে রেলওয়ে বোর্ডের মানব সম্পদের অভাব স্বীকার করেছেন এবং সিগন্যাল সিস্টেম সম্পর্কে সেগুলি বাস্তবায়ন করেনি। এছাড়াও, কংগ্রেস সভাপতি সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট এবং কমপট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্টে উদ্ধৃত দিয়েও অভিযোগ করেছেন যে অনেক ফ্রীট সময়ের দূর করা হয়নি।

রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করায় পাল্টা অভিষেককে তোপ দাগলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন : রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করায় এবার পাল্টা ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক

দিয়েছিলেন? শুভেন্দু বলেন, আপনাকে এটাও মনে করিয়ে দিতে চাই, জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনায় সিবিআই চার্জশিটে নাম থাকা ছত্রধর মাহাত



বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী টুইট করে লেখেন, ২০১০ সালের ২৮ মে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস বেলাইন হয়েছিল। তখন কি আপনার পিসি তথা তৎকালীন রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন? সেইসময় প্রায় ১৫০ জন যাত্রীর মৃত্যুর দায় নিয়ে তিনি কি রেলমন্ত্রীর পদ ছেড়ে

আপনার পার্টির লোক। ২০২০ সালে জেল থেকে বের হওয়ার পরে তিনি আপনারদের দলের রাজ্য কমিটিতেও চলে গিয়েছিলেন। আর আপনার পিসিই ওই পদে তাঁকে বসিয়েছিলেন। যেখানে দুর্ঘটনার সময় তিনি ছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী। এখান থেকে না থেকে শুভেন্দু আরও বলেন, শকুনির রাজনীতি করার জন্য আপনি ৪৮ ঘণ্টাও অপেক্ষা করলেন না।

একজন অর্ধশিক্ষিত মানুষের কাছ থেকে এর থেকে বেশি আর কি আশা করা যায়! যার পিসি এই পারিবারিক ব্যবসার মালিক, তিনি দলের সেই ব্যবসাকে রাজনৈতিক দল বলে উল্লেখ করেন। শুধু অভিষেককে কটাক্ষ নয়, এই দুর্ঘটনার পর রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের পাশেও দাঁড়িয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, মাননীয় রেলমন্ত্রী আইআইটির প্রাক্তনী। ১৯৯৪ ব্যাচের প্রাক্তন আইএসএ। এই সফটের সময় পরিস্থিতি সালাল দেওয়ার জন্য তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। দুর্ভাগ্যবশত এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেধীকে রোয়াত করা হবে না। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধ্যায় বালেশ্বরে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার পরেই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর বড় রেল দুর্ঘটনার পরেও কেন রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ।

তিন বছরের লড়াই শেষে নয়া পাসপোর্ট পোলেন মেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ৪ জুন : ২০১৯ সালে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রীর পাসপোর্ট নবায়ন করেনি কেন্দ্র। যার ফলে বিদেশ যাত্রার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নিজের পাসপোর্ট ফেরাতে দিল্লি হাইকোর্টে আইনি লড়াই চালিয়ে ছিলেন পিডিপি নেত্রী। ওই আইনি লাইই শেষে রবিবারই মেহবুবাকে নয়া পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে। পূর্ণ মেয়াদের অর্থা ১০ বছর মেয়াদ সম্পন্ন পাসপোর্ট বরাদ্দ করা হয়েছে২০১৯ সালে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষহয়ে যাওয়ার পরেই নতুন করে নবায়ন করার জন্য পাসপোর্ট অফিসের কাছে আবেদন জানিয়ে ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই নবীকরণ আটকে যায়। এরপর আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। গত মার্চেই পিডিপি নেত্রীর পাসপোর্টের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রিজি ওনাল পাসপোর্ট অধিকারিক-কে (আরপিও)তিন মাসের সময়সীমা বৈধে দিয়েছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতিভা এম সিং। চলতি বছরের ১ জুন থেকে আগামী ২০৩৬ সালের ৬১ মে পর্যন্ত নয়া পাসপোর্টের মেয়াদ রয়েছে। উল্লেখ্য, লোকসভার সংসদ পদ খারিজের পরে নিজের কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা দিয়ে সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন জানিয়ে ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। দিল্লির এক আদালত তাঁকে তিন বছরের মেয়াদের পাসপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

রবিবারেও অপরিবর্তিত রয়েছে জ্বালানির দাম



নয়াদিল্লি, ৪ জুন : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিমোহিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিমোহিত তেলের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ব্রেন্ট ব্রুডের দাম প্রতি ব্যারেল ৭৫ ডলার বেড়েছে এবং ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭১ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে একবছরেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ১০২.৭৬ টাকা।রাউরিচ এবং মালবাধী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবারগিরি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার হোস্টেলে গুলিতে সাতজন নিহত

কেপটাউন, ৪ জুন : দক্ষিণ আফ্রিকার উমলাঞ্জি শহরে একটি হোস্টেলে বন্দুকধারীর গুলিতে সাতজন হত ও দুইজন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে।উমলাজির পুলিশ জানায়, শনিবার দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ, ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী নয়জন লোক গুলিবোলাভস হোস্টেলের ৫৭ নম্বর রুকের একটি ঘরে বসাদান করাছিলেন তখন অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা তাদের উপর গুলি চালায় এবং ঘনি়ানস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গোলাগুলিতে ঘটনাস্থলেই সাতজন মারা যায়, এবং গুরুতর আহত দুজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছি।বৃতিতে বলা হয়েছে, গুলি চালানোর উদ্দেশ্য অজানা। তবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ওডিশা ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রত্যেকের আত্মীয়দের ৫ লক্ষ এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা এক্স-গ্রেশিয়া ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী পট্টনায়েক-র

ভুবনেশ্বর(ওডিশা), ৪ জুন : বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রত্যেকের আত্মীয়দের ৫ লক্ষ এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা এক্স-প্রেশিয়া রবিবার ঘোষণা করলেন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। ওডিশার মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছে, মৃতদের নিকটাত্মীয়রা ৫ লাখ টাকা এবং যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তারা ১ লাখ টাকা সহায়তা পাবেন।এই ট্রেন দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৯৫ জন গুরুহয়িয়ে এবং ১ হাজার জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।ট্রেন দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা ভুবনেশ্বর এবং বালেশ্বরের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত শনিবার ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। অন্যদিকে ওডিশার বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে রেল। তদন্তটি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নিরাপত্তা কমিশনারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সিগন্যাল সমস্যার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।রেলের

বিশ্বের প্রথম ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্যে চালু হল স্পোর্টস মিডিয়া অ্যাপ

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতাঃক্রীড়া জগতের সমস্ত খবর, সমস্ত আপডেট দ্রুত ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে তুলে ধরতে সোশ্যাল মিডিয়ার মতো বিশ্বে এই প্রথম চালু হল স্পোর্টস মিডিয়া অ্যাপ। যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার মতো যেমন চ্যাট করা যাবে তেমনই স্পোর্টস নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও খবরাখবর পাওয়া যাবে। এই অ্যাপের নাম দেওয়া হয়েছে স্পোর্টো (Sporto) কলকাতায় এই এ অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী



অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পোর্টো অ্যাপের সি ই ও অজিত কুমার সুরেকা ও অ্যাপের ডিজাইনার প্রিন্স কুমার সহ অ্যাপ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি। অজিত কুমার

আশঙ্কা। তবে সরকারি ভাবে রেল ‘শেষ বলে ঘোষণা করেছে। গত শনিবার থেকেই শুরু হয়েছে পরিষেবা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ। তবে তা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ বলেই মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবারের আগে পরিষেবা স্বাভাবিক হবে না বলে মনে করা হচ্ছে।প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ১০ মে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ১৪৮ জনের। তার অনেক আগে ১৯৯৯ সালের ২৮ অগস্ট উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরের কাছে গাঁহিসালে রেল দুর্ঘটনায় রেলের সরকারি হিসাবে ২৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। বালেশ্বরের করমণ্ডল এক্সপ্রেসের এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই তা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যদি মৃতের সংখ্যা ৩০০ পেরিয়ে যায়, তা হলে প্রাণহানির নিরিখে এই দুর্ঘটনা পূর্বাভারে ত সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে বড় রেল দুর্ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।অন্যদিকে বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার পর কেটে গিয়েছে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা। উদ্ধারের কাজ প্রায় শেষ করে মেরামতির কাজে হাত লাগিয়েছে রেল। রবিবার সকাল পর্যন্ত সেই কাজের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে রেলের তরফে জানানো গিয়েছে।

রবিবার সকালে দক্ষিণ-পূর্ব রেল একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে, বালেশ্বরের দুর্ঘটনাস্থলে মেরামতির কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। দুর্ঘটনাপ্রস্তু করমণ্ডল এক্সপ্রেস এবং বেসালুরু-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের কামরাগুলি লাইনের উপর থেকে সরানো গিয়েছে। কামরা মেরামতির কাজ চলছে। সেই সঙ্গে সমান্তরালেই চলছে রেললাইন সারানোর কাজও।রেল জানিয়েছে, শালিমার-করমণ্ডল এক্সপ্রেসের যে ২১টি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছিল বা লাইনের উপর আটকে ছিল, সেগুলি আপাতত সরানো হয়েছে। ভেঙে যাওয়া কামরার অংশবিশেষ, যন্ত্রপাতি, চাকা ইত্যাদি এখন দুর্ঘটনাস্থল থেকে পরিষ্কার করা হচ্ছে।ঘটনাস্থলে কাজ করছে রেলের তিনটি মালগাড়ি এবং ক্রেন। সমস্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে তে দ্রুত উন্নত এলাকা পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার অভিঘাতে ওই এলাকার রেললাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই লাইন সংযোগের কাজও চলছে জোরকদমে। রেল সূত্রে খবর, অন্তত একটি লাইনে যাতে দ্রুত ট্রেন চালানো যায়, সেই ব্যবস্থা করছে রেল।

সুরেকা বলেন, ১৯৯৭ সালে প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া সাইট প্রকাশিত হয়েছিল। তখন ভাবা যায়নি সেটি পরে এত জনপ্রিয় হবে। ২০২৩ সালে বিশ্বে প্রথম স্পোর্টস মিডিয়া অ্যাপ চালু হল। এটা শুধু ক্রীড়াপ্রেমীদেরই ভালো লাগার বিষয় নয়। এর মাধ্যমে খেলোয়াড়াও তাদের ক্রীড়াক্ষেত্রের সাক্ষ্য তুলে ধরতে পারবেন। বহু মানুষ এর মাধ্যমে প্রচারের আলোতে এসে আয়েরও সুযোগ

পাবেন। প্রিন্স কুমার বলেন,এই অ্যাপে নানান প্ল্যাটফর্ম রাখা হয়েছে যেখানে ক্রীড়াপ্রেমী থেকে ক্রীড়াবিদরাও বিভিন্ন সুযোগ পাবেন। জনপ্রিয় খেলা থেকে হারিয়ে যেতে বসা খেলাও তুলে ধরা হয়েছে। অ্যাপ ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র একটি কলার আপডেট পেতে চাইলে তাও পাবেন।গুগল প্লে স্টোর ও আই ফোন অ্যাপ স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করা যেতে পারে।

গাছ বিক্রির অভিযোগ

উপেক্ষা করে কিভাবে পঞ্চায়তে গাছ কাটার নিষেধ? শেষ পর্যন্ত খবর যায় স্থানীয় বনকাটি বিট অফিসারের কাছে। খবর পেয়ে বনকাটি বিট অফিসার ৯ টি কাটা গাছ বাগেয়াণ্ড করে। নিলামে নির্দেশ পাওয়া মাধব ঘোষ বলেন, পঞ্চায়তে অনুমতি দিয়েছে। তাই গাছ কাটা হয়েছে।বনকাটি পঞ্চায়তে প্রধান পিণ্ডু বর্দেদী জানান, নিয়ম মেনেই কাজ করা হয়েছে। বর্ধমান আঞ্চলিক বনাবিকারিক নিশা গোস্বামী জানান, বন বিভাগের অনুমতি ছাা গাছ কাটা যায় না। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অহীনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। এর পরই সেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ভেঙে দেওয়া দোকানগুলির মধ্যে এক টি জীবনকৃষ্ণের কার্যালয় ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ওই দোকানঘরের সঙ্গে জীবনকৃষ্ণের কোনও সম্পর্ক নেই। জীবনকৃষ্ণ যদি কখনও সেখানে বসেও থাকেন, তবুও সেটিকে কার্যালয় বলে মানতে নারাজ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। একই কথা গত বৃহস্পতি বার শোনা গেল জীবনকৃষ্ণের মুখ থেকেও।

দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। এর পরই সেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ভেঙে দেওয়া দোকানগুলির মধ্যে এক টি জীবনকৃষ্ণের কার্যালয় ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ওই দোকানঘরের সঙ্গে জীবনকৃষ্ণের কোনও সম্পর্ক নেই। জীবনকৃষ্ণ যদি কখনও সেখানে বসেও থাকেন, তবুও সেটিকে কার্যালয় বলে মানতে নারাজ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। একই কথা গত বৃহস্পতি বার শোনা গেল জীবনকৃষ্ণের মুখ থেকেও।

হাইকোর্টের নির্দেশে ভেঙে দেওয়া অফিস তাঁর নয়, দাবি জীবনকৃষ্ণের

কলকাতা, ৪ জুন : মুর্শিদাবাদের বড়এন্ড-৬ গ্রাম পঞ্চায়েতের আফ্রিকা মোড়ের ভেঙে দেওয়া অফিস তার ছিল না। নিয়োগ দুনীতিকণ্ডে গৃহ তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা গাছ কাটার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতিবাদের প্রস্তাব উত্তরে এরকমই দাবি করেন। পাশাপাশি তিনি এ-ও জানান, নির্মাণ বেআইনি হলে তা ভেঙে ফেলা উচিত।বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে ওঁতার পর হাই কোর্টের নির্দেশে সম্প্রতি সাতটি দোকান সম্প্রতি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, তারই মধ্যে একটিতে মাঝেমাঝে বসতেন। এই দোকানঘরটিকেই নাকি নির্বাচনী

কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এয়াদিন আলিপুর স্পেশাল সিবিআই আদালতে প্রশ্ন করার সময় বড়এন্ড তৃণমূল বিধায়ক ওই দাবি অস্বীকার করেন।নিয়োগ দুনীতি মামলায় বিচার বিভাগীয় হেফাজত শেষে গত বৃহস্পতিবার সকালে জীবনকৃষ্ণ-সহ মোট ৯ জনকে আলিপুর স্পেশাল সিবিআই আদালতে পেশ করা হয়। আদালতে প্রশ্নে করার সময় জীবনকৃষ্ণকে তাঁর বিভিন্ন অফিস ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে উত্তরে তিনি বলেন, ‘ হলে তা তো ভাঙেই।’পাশাপাশি তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, তিনি নিজে

কোনও বেআইনি কাজ করতেন কি না? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর সন্তর্পণে এড়িয়েই যেতে দেখা যায় ধৃত তৃণমূল বিধায়ককে। বদলে তিনি বলেন, ‘ আমার অফিস নয়? কে বলল ওটা আমার অফিস?’ এর পরই আদালতের ভিতরে চলে যান জীবনকৃষ্ণ।প্রসঙ্গত, বড়এার স্থানীয় কংগ্রেস নেতারাও অভিযোগ ছিল, বড়এন্ড-৬ গ্রাম পঞ্চায়েতের আফ্রিকা মোড়ের বাজারে অবৈধ নির্মাণ বানিয়ে বরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন পঞ্চায়তে প্রধান এবং তাঁর স্বামী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে হওয়া মামলায় অবৈধ নির্মাণ ভেঙে

মণিপুরে সংগঠিত হিংসার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ কেন্দ্রের

ইমফল, ৪ জুন : মণিপুরে চলমান হিংসার তদন্তভার বিচার বিভাগকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়া পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজত থেকে লুণ্ঠিত যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করতে হামলাবাজদের কাছে আহান জানিয়ে অমিত শাহের বার্তা, নইলে নেওয়া হবে কড়া ব্যবস্থা। অবৈধ অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে চলবে কর্মবির অপারেশন। তখন যাদের হেফাজত থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হবে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্কবার্তা দিয়েছেন অমিত শাহ। তিনি জানান, ইতিপূর্বে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেড়া সংস্থাপনের কাজও শুরু হয়ে গেছে।আজ ইমফলে মুখ্যমন্ত্রী এর বীরেন সিং এবং ইন্সপেক্টর ব্যুরোর অধিকর্তা তপনকুমার ডেকাকে দু-পাশে বসিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গত তিনদিনে রাজ্য সফরে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সংবলিত তথ্যের বিবরণ তিতে গিয়ে ওই কথাগুলি বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, হিংসাতার ঘননা সাময়িক পর্যায়ে ছিল দূর হবে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। শীঘ্রই স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা, মণিপুরের রাজপাল আনুসূইয়া

উইকির নেতৃত্বে গঠিত হবে একটি শান্তি কমিটি। এই কমিটিতে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির পাশাপাশি মেইতেই ও কুকি, উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং সামাজিক সংগঠনগুলি থাকবে।আপারেশন স্থগিতভুক্ত (এসও৩) জঙ্গিদের জন্য অমিত শাহের সতর্কবার্তা, শান্তিবিদ্বকারীদের কড়া হাতে মোকাবেলা করা হবে। এ ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে সেনাবাহিনী। তাই সময় থাকতে মধ্যে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজত থেকে লুণ্ঠিত যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করতে হামলাবাজদের কাছে আহান জানিয়ে অমিত শাহের বার্তা, নইলে নেওয়া হবে কড়া ব্যবস্থা। অবৈধ অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে চলবে কর্মবির অপারেশন।প্রায় ২৬ মিনিটের সাংবাদিক সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২৯ মে রাজ্য এসে মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন, নিরাপত্তা বাহিনী, বিবদমান দুই গোষ্ঠী মেইতেই ও কুকি নাগরিক সমাজ, মহিলা সুশীল সমাজের সঙ্গে বৈঠক দফায় দফায় হতে পারে। অমিত শাহ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন। চলমান সংহিসতার বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।সংশ্লিষ্ট সবাই রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে আনতে

সর্বতোপ্রকারে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, বলেন অমিত শাহ। সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে আধারন করে সিবিআইয়ের এক বিশেষ দলকে রাজ্যে সহিসতা সম্পর্কিত ছোট্ট মামলার তদন্ত করতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, মণিপুরে হিংসাত্মক ঘটনার তদন্তে বেশ কয়েকটি সংস্থা কাজ করছে। সংহিসতার ছয়টি ঘটনার পিছনে যথসূত্রে রয়েছে বলে অভিযোগের ভিত্তিতে উচ্চস্তরের সিবিআই তদন্ত হবে। অমিত বলেন, ‘ নিশ্চিত করছি, তদন্তটি নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।’পাশাপাশি সহিসতার বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে বলে জানিয়ে সিবনল, এর নেতৃত্বে থাকবেন হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। অমিত শাহ জানান, কেবল তা-ই নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং অন্যান্য মন্ত্রকের যুগ্মসচিব এবং যুগ্ম অধিকর্তান্তরের অধিকারিকরা মণিপুরে এসে পরিস্থিতির যাচাই করবেন এবং মানুষের সাহায্য করতে লেগে যাবেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, মণিপুর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উপগ্রন্থী সংগঠনের প্রায় আট হাজার সক্রিয় ক্যাদার মূল শ্রোতে ফিরে এসেছেন। অধিকাংশ উপগ্রন্থী সংগঠন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে দু-তিনটি আছে, তাদের সঙ্গে শান্তি-

আলোচনার জন্য যোগাযোগ চলছে। তাঁর আশে, ওই সব সংগঠনও মূল শ্রোতে ফিরে আসবে।এছাড়া সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মণিপুরের ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেড়া সংস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এর মধ্যে ১০ কিলোমিটারের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি ৮০ কিলোমিটার সীমান্ত-বেড়া সংস্থাপনের জন্য কাজ করতে টেন্ডার জারি করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘ ছয় বছরে মণিপুরে কোনও হিংসা হয়নি। কিন্তু গত এক মাসে রাজ্যে কী কারণে আচমকা সহিংস ঘটনা ঘটেছে, তা তদন্ত সাপেক্ষ। আমি সে সমস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি যারা সহিসতার তদন্তে প্রিয়জনকে হারিয়েছে। আমি ইমফল, মোরে সহ গত তিনদিনে মণিপুরের বেশ কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেছি। চূড়ার্দাদপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে বসে বিস্তর আলোচনা করে প্রশাসনীয় নির্দেশ দিয়েছি।’অতাব্যব্যক পণ্যের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, মণিপুরে সংগঠিত সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত হুদ্রের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। অন্যান্য রাজ্য থেকে নিতাপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আনার জন্য যুদ্ধকালীন তত্তরতায় অস্থায়ী রেলপথ

কুস্তিগিরদের বিক্ষোভের মধ্যেই নির্বাসনের আশঙ্কা রয়েছে ভারতীয় কুস্তি সংস্থার

নয়াদিল্লি, ৪ জুন : হাতে মাত্র সাত দিন সময় রয়েছে। তার মধ্যে যদি ভারতীয় কুস্তি সংস্থায় নির্বাচন না হয় তা হলে ব্যবস্থা নিতে পারে বিশ্ব কুস্তি সংস্থা।অর্থাৎ কুস্তিগীরদের আন্দোলনের মাঝেই ঘটে যেতে পারে এই বিপর্যয়করমানে ২৭ এপ্রিল থেকে ভারতীয় কুস্তি সংস্থার কাজক্ষর খোশালোনা করছে ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার তৈরি একটি বিশেষ কমিটি। সেই বিশেষ কমিটিকে বিশ্ব কুস্তি সংস্থা নির্দেশ দিয়েছিল, ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি তৈরি করতে হবে। আর এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ১০ জুন সেই সময়সীমা শেষ হতে চলেছে। হাতে আর সময় নেই। এখনও নির্বাচনের প্রস্তুতিই শুরুই হয়নি। তা যদি না হয় তাহলে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে বিশ্ব কুস্তি সংস্থা। গত সাত দিন আগে বিশ্ব কুস্তি সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘ ৪৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় কুস্তি সংস্থা সেটা মানেনি। তার ফলে বরখাস্ত করা হতে পারে সংস্থাকে। যদি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা হলে প্রতিযোগীরা ভারতের পরতাকা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।’ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার এক অধিকারিক বলেছেন, ‘ এখন যে সময়টা চলছে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন করা সহজ নয়। সেই কারণেই এখনও পর্যন্ত ভারতীয় অলিম্পিক্স কমিটি নির্বাচনের কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি। আশা করছি দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।’

অবহেলা আর অসতর্কতার কারণে তিনটি ট্রেন একসঙ্গে দুর্ঘটনার মুখে পড়লঃলালুপ্রসাদ যাদব

বালেশ্বর, ৪ জুন :করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা নিয়ে রীতিমতো কেন্দ্র সরকারের উদ্বেগ্যে তোপ দাগলেন প্রথম ইউপিএ জমানায় রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব লালুর মন্তব্য, এরা রেলকে ধ্বংস করে দিয়েছে..অবহেলা যারা রেলকে ধ্বংস করছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। লালু বলেন, বর্তমান সরকারের আরও সতর্কতা দেখানো উচিত ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত অবহেলার কারণেই এমন দুর্ঘটনা ঘটে গেল।প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ ওডিশার বালেশ্বরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে চেন্নাইবন্দী করমণ্ডল এক্সপ্রেস। দুপুর ৩গয়া ৬টে নাগাদ হাওড়ার অদূরে শালিমার স্টেশন থেকে ছেড়েছিল আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস। প্রায় ৪ ঘণ্টা পরে বালেশ্বরের বাহানগা বাজারের কাছে দুর্ঘটনার শিকার হয় ২৩ কামরার এই ট্রেনটি।

শিলচরে পি এম জে এ ওয়াই কার্ড বিতরণ সম্পন্ন

শিলচর (অসম) ৪ জুন : শিলচর গান্ধী অবনে গত শনিবার কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য সমিতির আযোজনে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে ৪০ জন সুবিধাভোগীদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পি এম জে এ ওয়াই কার্ড বিতরণ করা হয় ।এ উপলক্ষে আযোজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা হিসেবে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী বলেন, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির সরকার ওঁঠনের পর থেকে বহু প্রকল্প গ্রহণ করায় দেশ উন্নয়নের দিকে বহুদূর এগিয়েছে ।এরমধ্যে আয়ুস্মান ভারত এই সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি বলেন অতীতে কোন সরকারি এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। কাছাড় জেলায় ১১ লক্ষ ৮ হাজার মানুষকে আয়ুস্মান ভারত কার্ড এর আওতায় আনা হবে । শিলচর বিধানসভায় অন্ততপক্ষে দেড় লক্ষ মানুষ আয়ুস্মান ভারত কার্ডের অধীনে আসবেন। এই প্রধাস চালিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ। আয়ুস্মান ভারতের অধীনে নিজদের অন্তর্ভুক্তি করার জন্য সাধারণ মানুষকে আহবান জানান শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অসমের মুখ্যমন্ত্রীও স্বাস্থ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে আরাে একটি প্রকল্প চালু করছেন। আয়ুস্মান ভারত থেকে যারা বিশেষ হবেন তাদেরকে মুখ্যমন্ত্রীর নতুন প্রকল্পের আওতায় আনার প্রয়াস চালানো হবে বলে তিনি জানান । বিধায়ক প্রসঙ্গক্রমে , শিলচর মেডিকেলের উন্নয়নের কথাও বলেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত কাছাড়ের জেলাশাসক রোমন কুমাৰ থাা বলেন, বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার চিকিাসা বিনামূল্য পাবেন হিতাধিকারীরা, পাশাপাশি এই কার্ড তৈরি করতে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের ও আরো দ্রুততার সঙ্গে লক্ষ্যে পৌঁছানোর শালা দেন জেলাশাসক ঝা।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে এঞ্জিকিউটরি ম্যাজিস্ট্রেট জোনালি দেবী, ভারপ্রাপ্ত যু্থ স্বাস্থ্য সঞ্চালক এন আই বড়ুইয়া, আরবান মেডিকেল অফিসার ডঃ শারমিন আক্তার, ডঃ গুলবাহার রাজ, বিজেপির শান্তনু রায় এবং দেবশীষ সোম প্রমুখ অংশ নেন।

ট্রেন দুর্ঘটনায় বাংলার হতাহতদের ক্ষতিপূরণের ঘোষণা মমতার

বালেশ্বর, ৪ জুন : রেল দুর্ঘটনায় বাংলায় মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকার শুক্রবার রাতেই দুর্ঘটনায় হতাহতদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।মমতা জানান, বাংলার গুরুতর আহতদের ১ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রাজ্যের যারা আহত হয়েছেন, প্রয়োজনে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করাব।’শুক্রবার রাতে মমতা টুইটে লিখেছিলেন, ‘ সন্ধ্যায় বালেশ্বরের কাছে একটি পগ্যবাহী ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাত্রীবাহী শালিমার-করমণ্ডল এক্সপ্রেসের। অনেকে গুরুতর জখম হয়েছেন। আমাদের রাজ্যের যাত্রীদের জন্য ওডিশা সরকার এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সঙ্গে আামরা যোগাযোগ নেহে চলছি। জরুরি ভিত্তিতে কেটেলালুরুও চালু করা হয়েছে।’কী ভাবে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল। দুর্ঘটনা নিয়ে সরগরম রাজনীতির ময়দানও। দুর্ঘটনার রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলর মুখপাত্র সাকেত গোখালাে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন সিপিআই (এমএল) লিবারেশন নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।

কৃষি, পশুপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রীর দায়িত্ব নল্লেন গুরমিত সিং খুদিয়ান

চণ্ডীগড়, ৪ জুন : পঞ্জাব মন্ত্রী পরিষদের নতুন সদস্য, গত বৃহস্পতিবার পঞ্জাব শিল্ডিল সেক্রেটারিয়েট কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, পশুপালন, মৎস্য, দুগ্ধ উন্নয়ন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন গুরমিত সিং খুদিয়ান।খুদিয়ানের সাথে ছিলেন কার্বিনেট মন্ত্রী গুরমিত সিং মিট হ্যোর, আমান অরোরা, চেনন সিং জাউদামাজরা, কুলদীপ সিং ধালিওয়াল এবং ব্রাম শঙ্কর জিন্সপা এবং বিধায়ক জগদরপ সিং গিল।

দুরন্ত বার্ভা
পূর্ণাঙ্গ পঙ্ক্তিকা

কলকাতা,৪জুন রবিবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৫জুনঃ ২০২৩, ৫৬৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২১ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মঘসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৩০, ভারতীয় সিল্ডিলঃ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ৮:১১ শজিবু, আমাঃ২৫২ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অরুণাচলপুর গণস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০৫ঃ৫ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৪ ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃবিশুভমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৮৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৭৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅভিজও অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৬ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৬২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৬ঃ২২ঃ২২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৫ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত।কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ৫৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৫০ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ৪৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৪ঃ৫২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৫০ পর্যন্ত।গ্রন্থকৃষ্ণ (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ১৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃস্রঃ ২২১৫ঃ২০ (৭) ১ পদঃঙ্গলঃ ৯২৭৫ঃ৩৯ (২৬) ২ পদঃবঃ ০২২২৫ (১) ১ পদঃবৃহস্পতিঃ ১০২৯ঃ২২ঃ২৩ (২৫) ৬ পদঃশুক্রঃ ১২৭৫ঃ৩৯ (২৬) ২ পদঃবঃ ০২২২৫ (১) ১ পদঃবৃহস্পতিঃ ১০২৯ঃ২২ঃ২৩ (২৫) ৬ পদঃশুক্রঃ ১০২৭ঃ৩৬ (২৪) ১ পদঃনিঃ ৯২৫৪ঃ৩০ (২৬) ১ পদঃরাঃ ১২২৭ঃ৫৩ (৬) ২ পদঃকৃত্তঃ ৭২২৭ঃ৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে । তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (৬১) সর্বনিম্ন ২৯.০১এক্সি সেল্টিসেড ও (১১) দিনের জেলায়। আশ্চিক্কি আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৯২শতকরা । বৃষ্টি হতেছে রবিবার ১ জ্যৈষ্ঠ মাস ৭ টি ২০ মিনিট এবং রাত্৩টি ২০মিনিট হতে। ভাটা-সকাল-৭টা

করমণ্ডল দুর্ঘটনা, সুন্দরবনের গ্রামে ফিরল তিন ভাই সহ ৫ জনের নিখর দেহ

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ৪ জুন : শুক্রবারের সেই অভিশপ্ত রাতে ওড়িশার বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বাসন্তীর ছয় পরিবারী শ্রমিকের। এদের মধ্যে একই পরিবারের তিন সদস্য রয়েছে। রবিবার বাসন্তীর ছড়ানেখালি গ্রামে এসে পৌঁছল এদের পাঁচজনের মৃতদেহ। এঁদের মধ্যে মৃত তিন ভাই হল হারান গায়েন (৪৭), নিশিকান্ত গায়েন(৪৫) ও দিবাকর গায়েন(৪১)। আর রয়েছে বিকাশ হালদার (২৬) এবং সঞ্জয় হালদারের (৩৬) মৃতদেহও। বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় একই গ্রামের এই পাঁচজনের মৃত্যু হয়। ধান রোয়ার কাজে অক্সপ্রদেষে যাচ্ছিলেন এই পরিবারী শ্রমিকের। এখন ছড়ানেখালি গ্রামে স্বজনহারাদের হাহাকার মিশেছে আকাশেবাতাসে। এই তিন সন্তানের মা শুভদ্রা গায়েন এখন স্থির হয়ে পড়েছেন। বাকরুদ্ধ



পারেননি তিন ছেলের মৃত্যুর খবর। আর এখন জানতে পেরে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন। এদিকে হারান গায়েন, দিবাকর গায়েন এবং নিশিকান্ত গায়েন মারা যাওয়ায় গ্রামে

শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁদের বাড়ি বাসন্তীর উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছড়ানেখালি গ্রামে।

স্মৃতিচা বলে এক যুবতী এই খবর প্রথম পান। যখন তিনি মোবাইল ফোনে নানা খবর পড়ছিলেন। তাই অনেক রাতেই এই খবর তিনি তার ঠাকুমা কে দেন। তারপর স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলকে সাহায্য করতে আর্জি জানান। বিধায়কের তৎপরতায় দুই পরিবারের পাঁচজনের দেহ এল গ্রামে। অন্যদিকে, বাসন্তীর এই তিন ভাই অক্সপ্রদেষে ধান কাটার কাজ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যাওয়ার পথে যে এমন পরিণতি হবে সেটা ভাবতে পারছেন না কেউ। তাঁদের মাসতুতো ভাই বাবুল নস্বর বলেন, ‘শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ শেষবারের মতো পরিবারের সঙ্গে কথা হয় তাদের। রাত ৯টায় সর্বশাসা খবর পাই আমরা। তারপর থেকেই সবার খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।’ দেহগুলি এখন বাড়ির সামনে সারিবদ্ধ ভাবে রাখা হয়েছে। চারিদিকে শুণ্ডি কান্নার রোল। মা শুভদ্রা এখন জ্ঞান হারিয়েছেন।

মা, তিনজনের স্ত্রী, ছোট ছোট সন্তানদের এবার কী হবে, তা নিয়েই চিন্তায় তাঁদের পরিজনরা। বাড়িতে রোজগারে বলতে যে আর কেউ রইল না! তাঁদের আত্মীয় কালমাম ছোট্ট এদিন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায গাড়ির মাথায় উঠে হাত নাড়তে নাড়তে মানুষকে শুভেচ্ছা এবং প্রীতি নমস্কার জানান। এই রোড শো শেষ হয় ডোমজুডের বিডিও অফিস ময়দানো। সেখানেই রয়েছে অধিবেশন এবং ভোটচিহ্নটি পর্ব। ডোমজুড, সলপ, বাকড়া, মাকডহহ, জগছা, বেগটী, মহীয়াটী, বালিজগছা, দুর্গাপুর, অস্ত্রনগর সহ বিস্তীর্ণ ব্লক থেকে কন্নীরা এদিন অভিষেকের জন সংযোগ যাত্রায় যোগ দেন।

হাওড়ার সলপে অভিষেকের রোড শো’য়ে জনজোয়ার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুন : হাওড়ার সলপে অভিষেকের রোড শো’য়ে জনজোয়ার। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ উপচে পড়েছিল মানুষের ভিড়। ফুল দিয়ে ফুলের মালা দিয়ে সকলেই অভিষেককে শুভেচ্ছা জানান। হাজার হাজার মানুষকে সামাল দিতে নিরাপত্তা রক্ষীদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাওড়ায় জন সংযোগ যাত্রা কার্যত মানুষের জনপ্লাবনে পরিণত হলো। রবিবার বিকেল ৫টা নাগাদ ডোমজুড বিধানসভার সলপ থেকে বিশাল ওই রোড শো শুরু হয়। সেখানে হাজার হাজার কর্মীসমর্থক অভিষেকের সঙ্গে ওই রোড শো’তে পা মেলায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরুণ রায়, বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, বিধায়ক ডা.রানা চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যাকে দেশতে রাস্তার দু’ধারে



মাহেশের জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা পালন, এই প্রথম জগন্নাথ দেবকে গজবেশ ধারণ করা হয়

বনস্পতি দে, মাহেশ, ৪ জুন : রবিবার ছিল পূর্ণিমা , এই পূর্ণিমা তিথিতে তালানান শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা পূর্ণ হল শ্রীরামপুর মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে। এবার শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের ৬২৭ বছরের রথযাত্রা শুরু হবে তার আগে। এই পূর্ণিমা তিথির সকালে মাহেশে স্নানপিড়ির মাঠে স্নান মঞ্চে জগন্নাথ দেব বলরাম দেব মা সুভদ্রা কে নিয়ে এসে স্নান করানো হয়। এই স্নানের সময় দেড় মণ দুধ ও ২৮ ঘড়া গঙ্গাজল দিয়ে প্রভু জগন্নাথ দেব বলরাম ও মা সুভদ্রাকে স্নান করানো হয়। এবারই প্রথম মাহেশের মন্দিরে ভগবান শ্রী জগন্নাথ দেবকে গজ বেশ ধারণ করানো হয়, এই প্রথাবার এই নিয়ম পালন করা হয়। তারপর যথারীতি জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা, স্নানযাত্রায় যায় মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা কে স্নান মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আস্তে আস্তে দেড় মণ দুধ ২৮ ঘড়া গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হয়। এখানে স্নান পিড়ির মাঠে প্রভুর ভক্তের সমাগম

হয়েছিল স্নানযাত্রা দেখার জন্য ছিল কন্ঠার নিরাপত্তা। এই প্রসঙ্গে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানানলে এবার ৬২৭ বছরে



পড়ল জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা এবং স্নানযাত্রা। এ বছরই প্রথম মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে প্রভু জগন্নাথ দেবকে গজবেশে সাজানো হয় এর আগে অন্যান্য মন্দিরে উৎকল মতে এই নিয়ম পালন করা হয়। আমরা এ বছর এই প্রথম উৎকল মতে এই নিয়ম পালন করলাম। তারপরে হলো প্রভুর স্নানযাত্রা আগমিকাল সোমবার থেকে ১৫ দিন

মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে অনবশর কাল নিয়ম চলবে ও মন্দিরের ভেতরে প্রভুর অঙ্গরাজ্য প্রথা চলবে। এরপর মন্দির খুলবে ১৮ই জুন দুদিন ধরে

প্রভুর নববৌবন উৎসব হবে। তারপর বুড়ি জুন শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। জানা গেল এই ১৫ দিন প্রভু জগন্নাথ দেব বলরাম সুভদ্রার খুব স্বর আসে শোনা যায় চিকিৎসক ডাকতে হয়। ১৫ দিন পর তাদের ঘুম ভাঙ্গে। এবং চিকিৎসকের গুপ্ত সেবন করে স্বর সেরে যায় প্রভু জগন্নাথ দেব বলরাম মা সুভদ্রার।

বাহানাগা বাজার রেলওয়ে স্টেশনের কাছে দুটি ট্রেন লাইনচ্যুত, ইস্টার্ন রেল ইয়োমেন পরিষেবা প্রদান করেছে



কলকাতা, ৪ জুন : ট্রেন নং লাইনচ্যুত হওয়ার পর ইস্টার্ন রেলওয়ের দল উদ্ধার ও পুনরুদ্ধারের কাজে ইয়োমেন পরিষেবা প্রদান করেছে। ১২৮৪১ শালিমার-চেন্নাই করোমন্ডল এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং। ১২৮৬৪ স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় (বেঙ্গালপুর)– ০২.০৬.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৮.৫৫ ঘটিকায় বাহানাগা বাজার

রেলওয়ে স্টেশনের কাছে হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। লাইনচ্যুত হওয়ার পরপরই হাওড়া স্টেশনে ইমার্জেন্সি হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে, যার নং ২২৯৩৬ (রেলওয়ে), ০৩০২-৬৪১১৩৬৩০। হাওড়া স্টেশনের বিদ্যমান তদন্ত নম্বরগুলি সম্পর্কিত অনুসন্ধানে জন্য সক্রিয় করা হয়েছে। ঘটনার পরপরই পার্শ্ববর্তী রেলওয়ে জোন হওয়ায় পূর্ব

রেলের জনসংযোগ বিভাগ মিডিয়াকে অবহিত করে বিষয়টি নজরে আনে। শ্রী মনীশ জৈন, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং হাওড়া বিভাগের সমস্ত শাখা আধিকারিকরা ক্রমাগত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং হাওড়ায় আগত ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের যত্র নেওয়ার জন্য হাওড়া স্টেশনে বিস্তৃত ব্যবস্থা করেছেন ১) ডাক্তারদের সাথে মেডিকেল বুথ, অ্যাম্বুলেন্স, প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা রাখা হয়েছিল হাওড়া স্টেশনের PF ০৮–এ প্রস্তুত, ২) রাজ্য মেডিকেল হাসপাতালের সাথে সমন্বয়, হাওড়া ভর্তির জন্য, ৩) খাবারের প্যাকেট এবং জল বিতরণের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, ৪) স্থানীয় যোগাধার জন্য পাবলিক অ্যাক্সেস সিস্টেম সহ RPF এবং বাণিজ্যিক দল দ্বারা PF-এ যোগ্য প্রদত্ত সুধার প্রাপ্যতা এবং নির্দেশিকা, ৫) PF ০৮–এ ইহুইল চেয়ার, হুইল চেয়ার, স্ট্রেচারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

শিলিগুড়ি জংশনে পরিকাঠামো মূলক উন্নয়নের কাজের জন্য ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণ

মালিগাঁও, ৪ জুন : কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত শিলিগুড়ি জংশনে ইয়ার্ট রিমডেলিঙের জন্য প্রি নন–ইস্টারলকিং ও নন–ইস্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ০৫ থেকে ০৮ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত কিছু ট্রেনের পরিষেবা নীচের বিবরণ অনুযায়ী বাতিল, আংশিক বাতিল ও পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণ– ১। ০৭ও০৮ জুন, ২০২৩ তারিখের ওনাদেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং.০৭৫২০ (শিলিগুড়ি জং.মালদা কোট) ডেমুস্পেশাল, ট্রেন নং. ০৭৫২০৭৫২৬ (শিলিগুড়িজং–নিউবঙহিগাঁও–শিলিগুড়িজং.) ডেমুস্পেশাল, ট্রেন নং.

০৭৫১৩০৭৫১৪ (শিলিগুড়িজং.–বামনহাট–শিলিগুড়িজং.) এবংট্রেন নং. ০৭৫২১ (শিলিগুড়ি জং.হলদিবাড়ি) ডেমুস্পেশাল ট্রেন বাতিল থাকবে। ২। ০৮ও০৯ জুন, ২০২৩তারিখের ও না দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৭৫১৯ (মালদাকোট–শিলিগুড়িজং.) ডেমুস্পেশাল, ট্রেন নং. ০৭৫২২ (হলদিবাড়ি–শিলিগুড়িজং.) ডেমুস্পেশাল ট্রেন বাতিল থাকবে। ৩। ০৮জুন, ২০২৩ তারিখের ও না দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭৬৮১৫৭৬৭ (আলিপুরদুয়ারজং.–শিলিগুড়িজং.–আলিপুরদুয়ারজং.) ইঃটারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা, রবিবারও বাতিল ৫৮ ট্রেন, চলছে না অধিকাংশ এক্সপ্রেসই

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুন : ওড়িশার ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর কেটে গিয়েছে ৩৬ ঘণ্টা। তারপরেও দক্ষিণপূর্ব শাখার খড়গপুরভদ্রক রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। শনিবারের পর রবিবারও বাতিল বহু ট্রেন। ঘুরপথে চালানো হবে বেশকিছু ট্রেন। এমনকী, স্বল্পদূরত্বে চালানো হবে কয়েকটি ট্রেন। সর্বমিলিয়ে দুর্ভোগ চরমে। বিশেষ করে সমস্যা পড়েছেন পুরীর যাত্রীরা। কারণ, হাওড়া, শালিমার থেকে পুরীগামী সমস্ত ট্রেন বাতিল হয়েছে। এমনকী, পুরী থেকে কোবার ট্রেনও বাতিল হয়েছে। ফলে বহু পর্যটক পুরীতে আটকে

করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা, রবিবারও বাতিল ৫৮ ট্রেন, চলছে না অধিকাংশ এক্সপ্রেসই

পড়েছেন। দক্ষিণ পূর্ব রেল সূত্রে খবর, বাতিল হয়েছে ৫৮টি ট্রেন। এর মধ্যে রয়েছে পুরীশালিমার



এক্সপ্রেস, পুরীনন্দনকানন এক্সপ্রেস, পুরীহাওড়া এক্সপ্রেস, পুরীজলেশ্বর মেনু, পুরীবাধরিপোসি ইস্টারসিটি

অপরের ওপর পড়ে যায়। ট্রেনের কামরার আলোগুলি নিভু নিভু,



হাটাংই সেগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। এমন ছবি দেখে, ভেক্টচশের বুঝতে অসুবিধা হয়নি কী ঘটছে। নিজের উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তৎক্ষণাৎ কলকাতায় নিজের উর্ধ্বতন কর্তাকে ফোন করে জানান, করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা

কবলে পড়েছে। এখানেই থেমে থাকেননি ভেক্টশে। তিনি যেহেতু



নিজে একজন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ান, তাই নিজের কর্তব্য থেকে পিছু হটতে পারেননি। উর্ধ্বতন কর্তাকে জানানোর পরই হোয়াটসঅ্যাপে লাইভ লোকেশন পাঠিয়ে দেন। যাতে উদ্ধারকারী দল দ্রুত পৌঁছতে পারে দুর্ঘটনাস্থলে।



জগন্নাথের পূর্ণ স্নানযাত্রায় আজ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ আদ্যাপীঠ মন্দিরে ভক্তরা ‘জগন্নাথ বলরাম, সুভদ্র’কে স্নান করছেন । ছবি সুবল সাহা ।

উত্তর পূর্ব রেলের গোরখপুর এ.সি. লাউঞ্জে পরিবেশ দিবসের আয়োজন

গোরখপুর, ৪ জুন : মহাবাবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, জনাব চন্দ্র বীর রমন, বিশ্ব পরিবেশ উপলক্ষে, ০৫ জুন, ২০২৩ তারিখে, সকাল ০৮.৫০ টা থেকে, গোরখপুর রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থিত এ.সি. লাউঞ্জে পরিবেশ দিবসের আয়োজন করা হবে। এই উপলক্ষে, শ্রী রমন, জেনারেল ম্যানেজার গোরখপুর স্টেশনের প্রচলন এলাকায় গাছ লাগাবেন। শ্রী রমন স্টেশন প্ল্যাটফর্ম নং ০২ এ এসি লাউজের সামনে পরিবেশ প্রদর্শনী, মহাবাবস্থাপকের পরিদর্শন এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিবেশ সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ। কর্মসূচি চলাকালীন স্কাউটস এন্ড গাইডের সদস্যরা প্রাস্টিক ব্যবহারে ক্ষতির উপর ভিত্তি করে একটি পখনটি মঞ্চস্থ করবেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাবাবস্থাপক মিঃ এ কে মিশ্র, বিভাগীয় প্রধান, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য রেল কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন।

কি ষড়যন্ত্র? ১- র পাতার পর

ঘুরে দেখার কথা মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্যের। চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন চলছে, তা নিজের চোখে দেখবেন। শুক্রবার ২ জুন সন্ধ্যা নাগাদ তিনটি ট্রেনের মধ্যে ধাক্কায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা হয় ওড়িশার বালাসোরে বাহানাহ বাজারে। এই দুর্ঘটনায় সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ২৯৫ এবং জখম ৯০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আহতদের মধ্যে ৫৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। গতকলই ঘন্টাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রেল অশ্রিনী বৈষ্ণব শনিবার ভোটেই বালেশ্বরে পৌঁছন। তাঁকে সারাদিনিই ঘন্টাস্থলে দেখা গিয়েছে। প্রশাসনের কচাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একাধিক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। বালেশ্বরে ঘন্টাস্থলে পৌঁছে সাংবাদিকদের অধীরের প্রশ্ন, এ ধরনের ট্রেন দুর্ঘটনা কি এড়ানো যেত না? কে স্ক্রীয়া সরকারকে আক্রমণ করে তিনি জানান, মেন লাইনের ট্রেন লুপ লাইনে ঢুকে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা। এরকমটা কেন হবে? মানুষের গাফলতিতে এই দুর্ঘটনা ঘটছে। কোনও রকম ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলে তারপর জয়েন্ট মাল্টিউসিপ্রিন্সিপার কমিটি গঠিত হয়। ওড়িশার বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে রেল। তন্মুঠি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নিরাপত্তা কর্মিশনারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সিগন্যাল সমস্যার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। রেলের একজন সিনিয়র আধিকারিক জানিয়েছেন, আপ হৌেন লাইনে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ট্রেনটি সেই ট্রাকে না গিয়ে পাশের লুপ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে মাল গাড়ি সাথে ধাক্কা লেগেছিল, যার কারণে কেরামন্ডেল এক্সপ্রেসে লাইনচ্যুত হয়ে বিধস্ত হয়। আরও জানা গেছে যে ডাউন লাইন থেকে স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস বালেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। ওই ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর রবিবারে ফিরলেন আহতেরা, রেলের তরফে স্পেশাল ট্রেন, হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা তদারকি করলেন অরুণ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুন : ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর কেটে গেছে দুটো দিন। এদিন রবিবার দুপুরে হাওড়া স্টেশনে আরও একটি স্পেশাল ট্রেন আসে। ওই স্পেশাল ট্রেনে আহত যাত্রী এবং তাদের পরিজনেরা ফেরেন। এতবড় দুর্ঘটনায় স্বভাবতই যাত্রীদের চোখে মুখে ছিল তীব্র আতঙ্ক। যে রীভৎস রেল দুর্ঘটনার সাক্ষী তারা ছিলেন সেই ঘটনার আকস্মিকতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারছেন না তারা। আহত যাত্রীদের যাতে সব ধরনের বৈদ্যোদান্ত করা যায়. এবং হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যেকন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রেলকম রেলের তরফ থেকেও বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হাওড়া স্টেশনে খোলা হয়েছে মেডিকেল ক্যাম্প। চিকিৎসকেরা তাদের চিকিৎসার পর প্রয়োজনমতো হাসপাতালে পাঠাবেন। ব্যবস্থা করছেন। এদিকে, হাওড়া থেকে বালেশ্বর পর্যন্ত দক্ষিণ ট্রেন চালালো দক্ষিণ পূর্ব রেল। রবিবার সকাল ১১:১৫ মিনিটে হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্স এর ২২

নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়ে ট্রেনটি। মূলত দুর্ঘটনার কবলে পড়া যাত্রীদের পরিবারের লোকজনেরা যাতে যেতে পারেন সেকারণেই এই স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়। তবে এই ট্রেনে আহত কিংবা মৃত যাত্রীদের পরিবারের কোনও লোকজনকে এদিন কার্যত হাওড়া স্টেশনে দেখা যায়নি। সাধারণ কিছু যাত্রীকে যেতে দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে কোদার সাউ নামের এক ট্রেন যাত্রী বলেন, আমি মায়াপুর থেকে কলকাতায় এসেছি। কলকাতা থেকে জনশতাব্দী হয়ে ভুবনেশ্বর যাওয়ার কথা। কিন্তু জনশতাব্দী ও শতাব্দী দুটোই বাতিল হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে সকাল থেকেই তরফে আছি। সাড়ে ১০টা নাগাদ স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়েছে। বালেশ্বর পর্যন্ত যায়। ওড়িশার বাসিন্দা মেহতলা রায় জানান, ১২:২৫ মিনিট নাগাদ আমাদের গাড়ি জনশতাব্দী ছিল। কিন্তু তা বাতিল হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে আমরা স্পেশাল ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি। ট্রেন যাত্রী তুহিনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রবিবার ট্রেন কম খাচ্ছে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে বেতেই হবে। যে কালকে স্পেশাল ট্রেন হাতের কাছে পেয়ে

তাতেই উঠেছি। কোনও ভয় লাগছে না। দক্ষিণ পূর্ব রেলের ডিভিশনাল চিফ ট্রান্সপোর্টেশন ইন্সপেক্টর নির্মালা বর্মন জানান, দুর্ঘটনার কবলে পড়া যাত্রীদের পরিবারের



জন্য এটি ট্রেন চালানো হলেও যেহেতু প্রত্যেকটা স্টেশনে এই ট্রেন থামবে তাই সাধারণ যাত্রীরাও এখানে অনেকে যাচ্ছেন। রেলের তরফ থেকে স্পেশাল ট্রেন পেয়ে খুশি যাত্রীরা। কারণ ওই রুটে একাধিক ট্রেন বাতিল হওয়ায় সমস্যা়া পড়েছেন যাত্রীরা। একটা ট্রেন এদিন সকাল ৭:৩৭ মিনিট নাগাদ ছেড়েছে। এটি দ্বিতীয় ট্রেন। সিডিউল আছে এদিন দুপুর ১টা

নাগাদ ছাড়া হবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আরও ট্রেন বিকলে চালানো হতে পারে। এটা ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য ছাড়া হচ্ছে।অন্যদিকে, রেল দুর্ঘটনায়



আহতদের দেখতে রবিবার সকালে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আসেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরুণ রায়। তিনি বলেন, আহতদের চিকিৎসা চলছে। হাওড়া জেলা হাসপাতালে ৪ জন ভর্তি আছেন। সকলেই ভাল আছেন। এদের মধ্যে ২ জন বালুরঘাটের। ১ জন মুর্শিদাবাদের এবং ১জন হুগলির। এদের ভালমতো চিকিৎসা হচ্ছে। সকল ডাক্তাররা ঠিকভাবে দেখভাল

করছেন। তাঁদের সুস্থ করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। এদের বাড়ির লোকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। অরুণ রায় আরও বলেন, মর্যনাতদন্তের কেস যদি এখানে আসে তাহলে ডাক্তাররা তৈরি আছে। কোনও অসুবিধাই হবে না।সবরকমের ব্যবস্থা রাখা গুন্তে হচ্ছে। আরও ট্রেন আসছে। যদি আর আহতরা কেউ আসেন তাদের জন্য হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত যাত্রীদের যাত্রী রাজেশ ভার্ভি জানান, বালুরঘাটে বাড়ি। প্রায় সোয়া ৭টা নাগাদ আমি শুয়েছিলাম। তখনই রেলে ধাক্কা লাগে। প্রথম ধাক্কায় পাগুন্ড হাতে পিঠে এবং কনুইতে লেগেছে। এখন ভাল আছি। এখনও আতঙ্কনে মধ্যে রয়েছে। মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা উৎপল মল্লিক জানান, এখানে চিকিৎসা ভাল হচ্ছে। আতঙ্ক থেকে ক্রমশ কাটিয়ে উঠছি। বিজয়ওয়াড়া থেকে একই এক্সপ্রিজে রেললাইন বসেছিলাম। হাটাং ট্রেনের বগি উল্টে গেল। সাইডে সিটের নিচে গিয়ে পড়লাম। এরপর কোনওরকমে ট্রেন থেকে বেরিয়েছি। মৃত্যুর মিছিল দেখে খুব খারাপ লেগেছিল।

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হল মহাসমারোহে

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ জুন : কোচবিহারে ইসকনের দুই মন্দিরে মহাসমারোহে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। রবিবার সকালে রাত্তি মেনে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে স্নানবেদীতে আনা হয়। এরপর সেখানে দুধ, ঘি, মধু, ডাবের জল গঙ্গাজল সহ বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি দিয়ে স্নান করানো হয়। মন্দিরের পূজারীদের পাশাপাশি এই বিশেষ দিনে ভক্তরাও ভগবানকে স্নান করাবার সুযোগ পান বলে জানা গিয়েছে। স্নানপর্বের পর গজবেশে সাজানো হয়। এই উৎসবকালে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের দর্শন করলে সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে মানাতা রয়েছে। কিছুদিন বাদেই রথযাত্রা। এই রথযাত্রাই অংশ হল স্নানযাত্রা উৎসব। স্নানযাত্রার পর শুরু হয় অনবরত এই অনবসরকালে জগন্নাথদেব অসুস্থতার কারণে ভক্তগণের অরুরালে গোপন স্থানে চিকিৎসাধীন থাকেন। এদিন কোচবিহার শহরের নতুনপল্লি ইসকন মন্দির এবং কোচবিহার বাবুহাটের ইসকন মন্দিরে জাঁকজমক সহকারে স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সকাল থেকেই দুই মন্দিরে ভক্তদের সমাগম দেখা গিয়েছে। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে দুই মন্দিরেই কীর্তন ধর্মগ্রন্থ পাঠ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। কোচবিহার নতুনপল্লি ইসকন মন্দিরের পক্ষে সুরপতি মাধব দাস বলেন, জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে এদিন মন্দিরে কয়েকশো ভক্তের আগমন হয়। স্নানযাত্রা উৎসবে মন্দিরের পূজারীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরাও ভগবানকে স্নান করানোর সুযোগ পায়। সবশেষে মন্দিরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিজেদের সেতু

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুন : প্রায় ৪০ বছর ধরে প্রশাসনের কাছে সেতু নির্মাণের দাবি জা নিয়েও ব্যর্থ গ্রামবাসীরা। বাধ্য হয়ে নিজেরাই চালা তুলে সেতু নির্মাণে হাত লাগালো স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা। প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রান্তি রুকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোলালকাটি গ্রামে পহিরি নদীতে রিববার সেতু তৈরীমণের কাজ শুরু করলেন তারা। কিন্তু এখানেই উঠছে প্রশ্ন। ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ কিংবা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই সেতু নির্মাণ করায় আগামীতে বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে গ্রামবাসীদের। জানা গিয়েছে, ক্রান্তি রুকের কোলালকাটি, ধরমবাড়ি ছাড়াও মাল রুকের নেওড়া বাগানের ১২ হাজারেরও বেশি মানুষ পহিলি নদী পার হয়ে ক্রান্তির বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করে থাকেন। নদীর ওপর সেতু না থাকায় রাতে অ্যান্ডাল্যান্ড গ্রামে ঢুকতে পারে না। বাসিপাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বহুবার প্রসূতিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছেই হচ্ছে। নদীর ওপর প্রান্তে অ্যান্ডাল্যান্ড দাঁড় করিয়ে রেখে প্রসূতিকে কৈলে করে নদী পার করিয়ে তারপর গাড়িতে চড়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। বর্ষার দিনে নদীতে জল বেশি থাকায় পড়ুয়ারা ঝুল যেতে পারে না। বছরের পর বছর এই সমস্যা সহ্য করতে না পেরে মাস খানেক আগে এলাকায় সকল গ্রামবাসীরা একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সেখানেই চালা তুলে সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিবার থেকে কাজ শুরু হয়। প্রায় ৮ লক্ষ টাকা চালা ওঠে। ক্রান্তির বিডিও প্রবীর কুমার সিংহা বলেন, এভাবে সেতু নির্মাণ করা যায় না। কাজ বন্ধ করতে নির্ধার দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল নেতাকে আক্রমণের প্রতিবাদ

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুন : তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল করা হয় জলপাইগুড়ি সদর রুকের পটকাটি ও বারো পাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রংধামালি এলাকায়। তৃণমূলের পতাকা নিয়ে রাস্তায় হাঁটেনি চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ। এলাকায় মাদক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন আন্দোলনকারীরা। মিছিলের মধ্য দিয়ে মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে ছশিয়ারি দেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে শুক্রবার রাতে আক্রান্ত হন তৃণমূলের এসসি, এসটি, ওবিসি সেনের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস। অভিযোগ, রড , লাঠি নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে জলপাইগুড়ি সদর রুকের পাতকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের রংধামালি সংলগ্ন ডাঙিলা হেলথ সেন্টার এলাকায়। বেসাহিনি মদ বিক্রি ও অসামাজিক কাজকর্ম রূখতে গিয়েই তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস দুষ্কৃতিদের হামলায় শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস সহ আরও একজন। বর্তমানে শিথিল ভাি়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা। এই ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়পুর, অরবিন্দ, বারোপাটিয়া ও পাতকাটি এলাকার কয়েক হাজার মানুষ মিছিল করেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন স্বয়ং কৃষ্ণ দাসের কন্যা প্রণয়ীতা দাস সহ পাতকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, প্রধান মেমব্রম সহ

দেশ-বিদেশের ভক্তদের সমাগমে মায়াপুরে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৪ জুন : রবিবার মায়াপুর রাজাপুরে জগন্নাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো প্রভু জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব, উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত। এই আনন্দ উৎসবকে কেন্দ্র করে সম্প্রীতির মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠল নদীয়ার মায়াপুরের রাজাপুর গ্রাম। স্নানযাত্রা উৎসব ঘিরে সকাল থেকেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভক্তবৃন্দদের ভিড় উপড়ে পড়ে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে। জগন্নাথ দেবের অধিবাসের পর রবিবার স্নান যাত্রা উপলক্ষে সারা দিন ব্যাপী মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় নানা ধরনের ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান। পাশাপাশি ভগবান জগন্নাথ দেবের স্নানযারার আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা হলো জগন্নাথদেবের রথযাত্রার। আগামী ৪ জুলাই রবিবার মায়াপুর, রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বের হবে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম দেবের সুসজ্জিত রথযাত্রা। কথিত আছে আজকের স্নানযাত্রার পরেই জগন্নাথের শরীরে আসবে ধুম জ্বর। জ্বরে কাবু হয়ে রথের দিন পর্যন্ত তিনি গৃহবন্দী হয়ে থাকবেন তিনি। রথের দিন রাজা রেশে রাজ রথের করে পুনরায় ভক্তদের মাঝে অবতীর্ণ ও পূজিত হবেন। এদিন বিশৃঙ্খলা এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে শুরু হয়ে স্নানযাত্রার মাধ্যমে রথের প্রস্তুতি। রথযাত্রার দিন জগন্নাথ দেব সুসজ্জিত রথে করে নিজের আদি গ্রাম রাজাপুর থেকে গুন্ডিকা তথা মাসির বাড়ি ময়াপুর চন্দ্রোদির মন্দিরে যাবেন। সেখানেও মহাসমারোহে চলে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার উৎসব। এবং উল্টো রথের দিন জগন্নাথ দেব পুনরায় ফিরে যান রাজাপুরের জগন্নাথ মন্দিরে। প্রতি বছরের মতো এবারও মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে স্নান যাত্রা উৎসব ঘিরে দেশ ও বিদেশের উপস্থিত অংগণ্য ভক্তদের সমাগম ঘটেছে রাজাপুর মন্দির প্রাঙ্গনে। এ বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরঙ্গ দাস জানান, অন্যান্য উৎসবের মতো ইসকনের রথযাত্রা এবং জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা একটি

বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবা শুরু রায়গঞ্জে

দূরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৪ জুন : ৪ জুন উত্তর দিনাজপুরের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। আজ থেকে রায়গঞ্জ রেলস্টেশন থেকে চালু হল বৈদ্যুতিক ট্রেন। আজ থেকে রায়গঞ্জ রেলস্টেশনে উপর দিয়ে ছুঁতেে শুরু করলো ইলেকট্রিক চালিত ট্রেন। দীর্ঘদিন ধরেই ইলেকট্রিক ট্রেনের কাজ চলছিলো রাধিকাপুর বারসই লাইনের কাজ, অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান হলো। রাধিকাপুর-কাটিহার প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক ট্রেন দিয়ে এদিন ইলেকট্রিক ট্রেন লাইনের শুভ উদ্বোধন করেন কাটিহার ডিভিশনের ডিভারএম শুভেন্দু কুমার চৌধুরী এবং রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিনের মঞ্চে ভারতীয় রেলের প্রভূত প্রশংসা করেন দেবশ্রী চৌধুরী। পাশাপাশি বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ২০১৪ সালের আগে রেলের বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। সবাই জানেন গাইসাল ও জ্ঞানেশ্বরীর ঘটনা। এরকম অসংখ্য ঘটনার নজির আছে। তবে বালেশ্বরে যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃ



ধর্মীয় মুখ্য অনুষ্ঠান। জগতের নাথ অর্থাৎ জগন্নাথ দেব এই স্নানযাত্রার পর গৃহবন্দী অবস্থায় থাকবেন। রথের দিন পুনরায় তিনি ভক্তদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন। প্রতিবছরের মত এবারও রাজাপুরে মহাসমারহে চলছে জগন্নাথ স্নানযাত্রা উৎসব। আগত সমস্ত ভক্তদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে মহাপ্রসাদের। গরম উপেক্ষা করেই হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হয়েনে এই রাজাপুর মন্দিরে স্নানযাত্রা উপলক্ষে। প্রতি বছরই এই উৎসব মিলনমেলায় পরিনত হয় এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সকাল থেকেই ধর্মীয় রীতি মেনে সকল আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়, দিনভর চলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই উৎসব উপলক্ষে দেশ-বিদেশের বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে। এছাড়াও এবছর এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সর্বসাধারণের জন্য একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। সেখানেও কয়েক হাজার মানুষ এই শিবিরের সুবিধা নেন।



খজনক। তার সঙ্গে সন্দেহজনক ঘটনাও বটে। তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে রেরামস্ট্রী, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা পৌঁছেছেন। আমরা এই প্রথম দেখলাম প্রধানমন্ত্রী এজন্য নিজের দায় স্বীকার করে নিয়েছেন। এর থেকে আমরা শিক্ষা নেব। এজন্য থেকে যাবে না রেল। রেলের গতি বাড়বে, আকার বাড়বে। রেলের আধুনিকিকরণ হবে। এজন্য বহুদে ভারত বা বুটেট ট্রেন স্বগিত হলে না। তবে এজন্য রেল দপ্তর আরও সাবধানতা অবলম্বন করবে। রায়গঞ্জে আধুনিক রেল স্টেশন তৈরি হচ্ছে। দেবশ্রী রায়গঞ্জে ফ্লাইওভার তৈরি প্রসঙ্গে বলেন, রাজা সরকার

এনওসি না দেওয়ায় কাজ আটকে আছে। শুধু এখানে নয়, ইসলামপুরে পূবসড় এনওসি দিচ্ছে না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া আর কারো কাজ করার ইচ্ছে নেই। তাই আমরা সাধার মতো কাজ করছি। লোকাল ট্রেনের ভাড়া যে এখনই কমছে না তাও তিনি আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন। এদিন রেলের বৈদ্যুতিকরণের অনুষ্ঠানে সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম শুভেন্দু চৌধুরী, পশ্চিম দিনাজপুর স্টেশার অফ কমান্ডের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর কুন্ডু, তডিৎ লাহিড়ি সহ অন্যান্যরা।

স্ট্রীকে খুন করে

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ জুন : নিজের স্ট্রীকে কুপিয়ে খুন করে পলাতক স্বামী। মেখলিগঞ্জ রুকের উল্লপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের খালেরবাড়ির বাসিন্দা সুবল বর্মনের সঙ্গে সূচিচা। এরপরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরে তাঁরা পালয়েও যায়। এরপর সামাজিক মতে বিয়ে হয় দু'জনের। দম্পতি'র দুটি কন্যাসন্তানও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিয়ের পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সংসারিক অশান্তি লেগেই থাকত। যার ফলে চার বছর আগে দুই সন্তানের মৃত্যু হয়। শুরুর বাড়ি ছেড়ে মহিলার বাপের বাড়িতে ওঠে ওই দম্পতি। সেখানে নিজেদের বাড়িও তৈরি করে তাঁরা। কিন্তু দাম্পত্য কলহ থাকেনি। অভিযুক্ত সুবল বর্মন কয়েক দিন আগে বহিঁরে কাজ করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। শনিবার সন্ধ্যায় ফিল্ডেলে ও বাড়িতে না ঢুকলে পাশের পাট খেতে লুকিয়ে চলে। এরপর গতকাল রাতে সূচিচা বাড়ির কলপাড় গেলে অভিভূত ছুরি নিয়ে তাঁর উপর হামলা চালায়। তার পটে বেশ কয়েকবার ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। সূচিচার চিংকার শুনে ছুটে আসে তাঁর ছোট বোন ও মা। প্রতিবেশিদের সহযোগিতায় রাতেই গুরুতর আহত অবস্থায় ওই মহিলাকে জামালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শারিরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে গাড়িতেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। এই ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত সুবল বর্মন পলাতক। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্গা জানান, সুবল বর্মন নামে একজন ওনার স্ত্রীকে ছুরি দিয়ে মেরেছেন। অভিভূত যুবক পলাতক। ঘটনায় ব্যবহৃত ছুরিটি উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্ত যুবকের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পরিদর্শনে মেয়র

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জুন : শিলিগুড়ির নেতাজি পল্লীর প্রধান সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতি কাজের প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনে গেছেন মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়ি পুরনিগমে ২৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ১২২ টাকা অর্থনিুক্যে পুরনিগমে ১৭ নং ওয়ার্ডের নেতাঞ্জী পল্লীর প্রধান সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতি কাজ করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

জোড়া দুর্ঘটনায়

দূরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ৪ জুন : শনিবার রাতে ইসলামপুরে পৃথক দুটি বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ যুবকের। প্রথম ঘটনাটি ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক যুবকের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম গৌরব মিত্র। বয়স আনুমানিক ২১ বছর। বাড়ি ইসলামপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতাল পাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীকৃষ্ণপুর ওভার ব্রিজের পাশে পকেট রোড ধরে বাইক নিয়ে শিলিগুড়ির দিকের জাতীয় সড়কে উঠছিলেন তিনি। সেইসময় কোনও ছোট গাড়ির সঙ্গে তাঁর বাইকের সংঘর্ষ হয়। এতে যুবক গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, শনিবার রাতে ইসলামপুর থানার দাড়িভিড়ি সংলগ্ন এলাকায় আরেকটি বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর মহম্মদ রাজা এবং দুলাল সিংহ নামে দুই যুবক জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলেই পড়ে ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে ওই দুই যুবককে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। চিকিৎসা চলাকালীন মহম্মদ রাজা নামে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের আনুমানিক বয়স ২৭ বছর। বাড়ি ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিভিটা এলাকায়।

প্রাণে বেঁচে ফেরা

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ জুন : ওড়িশার বালেশ্বরে কলকাতল এন্ড্রসের ট্রেন দুর্ঘটনার পরেই শিলিগুড়ির শ্রীলকুড়ি রুকের কচুয়ারপাড় এলাকার হারান নন্দদাস। স্ত্রীর দিদির স্বামীর সাথে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। ট্রেন দুর্ঘটনার পর ট্রেন থেকে ছিটকে পারশের জঙ্গলে পড়ে যান হারান নন্দদাস। এতে হাত এবং কোমরে চোট পান তিনি। কিন্তু তার সাথে থাকা স্ত্রীর দিদির বরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে সেখানকার বাসিন্দা এবং রেল পুলিশের সহযোগিতায় ট্রেন চেপে শনিবার রাত ১০ টার দিকে বাড়িতে এসে পৌঁছেন হারান। শোনালেন সেই হাডহিম করা ঘটনার কথা। রবিবার সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে যান তৃণমূল নেতা পার্থ প্রতিম রায়। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে যে, দুর্ঘটনাগ্রস্থ ট্রেনটিতে কোচবিহার জেলার ৭ জন বাড়ি ছিলেন। তবে তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জনের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ৬ জন দেশে ফিরেছেন। বাকিদের খোঁজ চলছে।

স্বচ্ছতার দাবী

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুন : স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক, কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা দিবে আসা চাকরী প্রার্থীরা এমনটাই দাবি করছেন জলপাইগুড়িতে। রবিবার রাজ্যের জেলায় জেলায় কলকাতা পুলিশের নিয়োগ দাবী নিয়ে পুরীক্ষা হচ্ছে। পুরীক্ষা ও মহিলা দুই বিভাগের পরীক্ষা হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে ক ড়া পুলিশে নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢেকানো হচ্ছে চাকরি প্রার্থীদের। তবে সম্প্রতি এরের পর এক চাকরি দুর্নীতি সামনে এসেছে। দীর্ঘদিন চাকরি করার পরও অনেকের চাকরি বাতিল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুলিশের চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে আসা চাকরি প্রার্থীরা চান স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক। মেথার ভিত্তিতে নিয়োগ। তবে অনেকে আশাবাদী ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্য স্বচ্ছভাবেই নিয়োগ কারবে।

স্বামীর দেহ বাড়িতে আসার পর বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্ত্রীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু তার জেরে পরম্পর আত্মহত্যার পথ বেছে নেনের সেটা মোটেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এমনই ঘটনা ঘটেছে নদীয়ার নাকাশিপাড়ায়। যা নিয়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে যদিও স্বামীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা রবিবার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন স্ত্রীও। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই স্ত্রীকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনা গোটা পরিবারে শোকের ছায়া এনেছে। এই ঘটনার কথা হই কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার খবর অমলেশের। এই ঘটনার খবর নাকাশিপাড়ার গ্রামে এসে পৌঁছয়। তখন গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। এমনকী গ্রামের অনেকেই চুচা করতে শুরু করেন, স্ত্রীর অশান্তি

মালদায় মৃত ১

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ জুন : অভাবের তাড়নায় রুজি-রুটির চাশে মালদা থেকে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়েছিল শুক্রবার রাতে অমলেশ দেরি করে বাড়ি ফেরে। এই নিয়ে আবার সন্দেহ এবং তা থেকে দাম্পত্য কলহ চরমে পৌঁছয়। তখন শনিবার অমলেশ বিধ খান। দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে শারিরিক অবস্থার অবনতি হলে স্থানান্তর করা হয় কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে। রবিবার মৃত্যু হয় অমলেশের। এই ঘটনার খবর নাকাশিপাড়ার গ্রামে এসে পৌঁছয়। তখন গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। এমনকী গ্রামের অনেকেই চুচা করতে শুরু করেন, স্ত্রীর অশান্তি

বৈদ্য। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই অমলেশের বিবাহবিহৃত্ত সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করতে শুরু করেন দীপা। যদিও এই সন্দেহ বারবার অমূলক বলেই প্রমাণিত হয়। তবে এই নিয়েই তাঁদের মধ্যে অশান্তি ছিল। শুক্রবার রাতে অমলেশ দেরি করে বাড়ি ফেরে। এই নিয়ে আবার সন্দেহ এবং তা থেকে দাম্পত্য কলহ চরমে পৌঁছয়। তখন শনিবার অমলেশ বিধ খান। দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে শারিরিক অবস্থার অবনতি হলে স্থানান্তর করা হয় কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে। রবিবার মৃত্যু হয় অমলেশের। এই ঘটনার খবর নাকাশিপাড়ার গ্রামে এসে পৌঁছয়। তখন গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। এমনকী গ্রামের অনেকেই চুচা করতে শুরু করেন, স্ত্রীর অশান্তি

বাথরুমের ভিতরে থেকে উদ্ধার বোমা

দূরন্ত বার্তা, কালনা, ৪ জুন : পূর্ব বর্ধমান থেকে উদ্ধার প্রায় ২৮টির মতো তাজা বোমা। রবিবার ভোরবেলা বোমাগুলি উদ্ধার হয়। পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকাটের আটখিরিয়া গ্রামের ফ্লাড সেন্টারের ঘটনা। ভেট যত এগিয়ে আসছে বোমা উদ্ধারের সংখ্যা যেন বাড়ছে। রবিবার ভোরবেলা পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকাটের আটখিরিয়া গ্রামের ফ্লাড সেন্টারের একটি নেতলা বাড়ির বাথরুমের ভিতরে দু'টি প্রাস্টিকের প্যাকেট বোমাগুলো রাখা ছিল। বোমাগুলি উদ্ধার হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলকাট থানার পুলিশ বোমাগুলো উদ্ধার করে। এরপর খবর দেওয়া হয় সিআইডি বসে ফ্লোয়াডকো পরে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL Office of the Principal, Jhargram Raj College (Girls' Wing) P.O.- Jhargram :: Dist-Jhargram :: PIN-721507 Tender/Quotation No. 05/Q/23 Date: 05/06/2023 Quotation/Tender Notice Sealed Quotations/ Tenders are invited from the Competent Authority (GST registered) within 4:00 pm of 14/06/2023 for Conducting Online Admission to the B.A., B.Sc. Courses including Payment Gateway, SMS Alert, Registration to Vidyasagar University etc for 2023-2024 financial year. The quotation should be reached to The Office of The Principal, Jhargram Raj College (Girls' Wing) within due time and date. The quotations/tenders will be opened at 1.00 p.m. of 16/06/2023. Quotation/Tender notice is available in college website (www.jrcgw.ac.in) and college notice board. Sd/- Officer-in-Charge Jhargram Raj College (Girls' Wing).
--

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH & BDO JBPUR, Howrah E-TENDER NOTICE wbtenders.gov.in Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : NIT-386A, Dated-31/05/23 (04 no of work). Publication Date-03.06.23(E-NIT). Fund-BEUP-(175AC). SD/- Executive officer JB PUR Panchayati Samity Munshirhat, Howrah & BDO JBPUR, Howrah
--

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer, BPS (Water Supply), KMC invites tender online percentage two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/WS/HW/2023-24/01/1st Call Name of the work: Repairing and overhauling of centrifugal pump no. 1 and replacing of 415A main switch & 1 no. starter at 150, P. A. Shah Road Head Works in Ward No. 93. Estimated cost: ₹ 2,24,958.31. Earnest money: ₹ 4,500.00. Period of completion: 21 days. (2) NIT No. : KMC/WS/HW/2023-24/03/1st Call Name of the work: Regular electrical and mechanical fault detection and restoration of pump-motor in 3 Nos. Head Works in Ward No.-93, BR-X. Estimated cost: ₹ 1,82,484.78. Earnest money: ₹ 3,650.00. Period of completion: 120 days. Last date of submission of bid: 19.06.2023 - 2 p.m. (For SI. No. 1 & 2). Tender will be opened on: 22.06.2023 - 2 p.m. (For SI. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 06.06.2023 - 2 p.m from the website https://etender.wb.nic.in (For SI. No. 1 & 2). The Director General (Electrical), KMC will invite tender online, two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/14/23-24 Name of the work: Operation and maintenance of video monitoring system at Health, Treasury, Secretary, Accounts and Building Department of CMO building. Estimated amount: Open quotation. Earnest money: ₹ 8,800.00. Period of quotation: 365 days. (2) NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/17/23-24 Name of the work: Electrical installation work with energy efficient lighting system at the West Block 2nd floor of CMO building. Estimated amount: Open quotation. Earnest money: ₹ 9,500.00. Period of completion: 15 days. (3) NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/16/23-24 Name of the work: Electrical installation work with energy efficient lighting system at the East Block 1st floor of CMO building. Estimated amount: Open quotation. Earnest money: ₹ 9,800.00. Period of completion: 15 days. (4) NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/18/23-24 Name of the work: Renovation of lighting system at water lab situated at Hogg building under KMC. Estimated amount: Open quotation. Earnest money: ₹ 3,500.00. Period of completion: 15 days. (5) NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/15/23-24 Name of the work: Electrical installation work with energy efficient lighting system at the ground and 1st floor of CMO building. Estimated amount: Open quotation. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 15 days. Last date and time of submission of bid: 16.06.2023 (2 p.m.) (For SI. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from 07.06.2023 (2 p.m.) from the website https://wbtenders.gov.in (For SI. No. 1 to 5). The Dy. Chief Engineer (SWM-I), KMC invites tender online percentage two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/CV/01/23-24 Name of the work: Construction of culvert with ramp at 2nd gate of E.O.F.P.L at Dhapa Dumping Ground. Estimated amount: ₹ 2,99,274.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Completion time: 370 days. Price of tender: NIL.	(2) NIT No. : KMC/SWM-I/RB/01/23-24 Name of the work: Shifting of existing sewer line for construction of new compactor station at Raja Bazar Tram Depot under SWM-I Department. Estimated amount: ₹ 1,58,304.00. Earnest money: ₹ 3,200.00. Completion time: 10 days. Price of tender: NIL. Last date and time of bid submission (online): 16.06.2023 (2 p.m.) (For SI. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 07.06.2023 (2 p.m.) from the website https://wbtenders.gov.in (For SI. No. 1 & 2). The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites tender online, two part bid system for the following work: (1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/50/23-24 Name of the work: Repairing of street lighting system at Narkel Bagan, Hatisur etc. slum area in Ward No.-107, BR-XII. Estimated amount: ₹ 1,49,675.78. Earnest money: ₹ 3,000.00. Period of completion: 25 days. Last date and time of completion of bid: 15.06.2023 up to 2 p.m. The bid forms and other details are available on and from 03.06.2023 up to 2 p.m. (2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/05/23-24 Name of the work: Development of street lighting system with energy efficient LED lights fittings at Tollygunge Road and adjacent areas in Ward No.-81, BR-X. Estimated amount: ₹ 4,98,543.07. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 10 days. Last date and time of completion of bid: 13.06.2023 up to 2 p.m. Tender opening date: 14.06.2023 at 2 p.m. The bid forms and other details are available on and from 02.06.2023 from 2 p.m. The website https://etender.wb.nic.in (For SI. No. 1 & 2). The Director General (Roads Mech), KMC invites tender online percentage two bid system for the following work: NIT No. : KMC/ASPH/PB/KM-13/22-23 (1st Call) Name of the work: Improvement of road surface from Premises No. 9A Mammatha Dutta Road to 59 Anath Nath Deb Lane in Ward No.-03, BR-01, under Roads Mechanical Department. Estimated amount (including GST & CESS): ₹ 4,98,289.37. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 15 days. Last date and time of submission of bid: 16.06.2023 at 11.30 a.m. Bid opening date for technical proposals (online): 19.06.2023 at 11.30 a.m. The bid forms and other details are available on and from 07.06.2023 after 5 p.m. from the website https://wbtenders.gov.in The Dy. Chief Engineer (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work: NIT No. : KMC/S_D/PATULI/6/23-24 (1st Call) Name of the work: Repairing with necessary replacement of broken and worn out components of 115 ips capacity pump unit no.-1 at Balshnabghata Patuli Drainage Pumping Station. Estimated amount: Quoted amount. Earnest money: 2% of quoted amount. Period of completion: 14 days. Last date and time of submission of bid: 16.06.2023 - 5 p.m. The bid forms and other details are available on and from 06.06.2023 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen (22/7/23-24)

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা



সমস্যা কান পাকা

দুরন্ত বার্তাঃ কান আমাদের শ্রবণ অঙ্গ। এটা আমাদের শরীরে ভারসাম্য রক্ষা করে। কানের তিনটি অংশ- বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ। কান দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজ বা পানি পড়াকে আমরা সাধারণত কান পাকা রোগে বলে থাকি। এটি সাধারণত মধ্যকর্ণের রোগ। এতে কানের পর্দায় ছিদ্র হয়। তবে অনেক সময় বহিঃকর্ণের কিছু প্রদাহের কারণেও কানে পুঁজ বা জল জমা হতে পারে। এটি খুবই অপ্রীতিকর রোগ। এতে কানের পর্দায় ছিদ্র হলেও অস্বাভব পরিণতি হবে আনতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রধানত শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। আবার শহরের মানুষের তুলনায় নানা কারণে গ্রামের মানুষের মধ্যে রোগটি বেশি হতে দেখা যায়।

কানের বেশি হয় এবং কেন হয়ঃ কান পাকা রোগ হওয়ার মূল কারণ হলো মধ্য কর্ণের সংক্রমণ। যদি এটা দ্রুত রোগ নির্ণয় করা না যায় অথবা অপর্যাপ্ত চিকিৎসা নেওয়া হয় তবেই দীর্ঘমেয়াদি কান পাকা রোগ হয়।

উপসর্গ

–কান দিয়ে পুঁজ, জল বা রক্তমিশ্রিত তরল বের হওয়া। এটা একটানা অথবা কিছুদিন খেই তুলে চিপে আলাগা ভেলে বইরে ফেলে দেবেন। এরপর সেই তেলে ভেজা তুলো কানে গুঁজে মগ দিয়ে স্নান করতে হবে। স্নানের পর তুলো ফেলে নেন। অথবা ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো অবস্থায় সাতাঁর কাটা বা ধরনার জলে স্নান করা যাবে না।

–কান চুলকানো। কানে কম শোনা। –মাথা ঝাড়া। কান ও মাথার ভেতরে ভেঁ ভেঁ শব্দ হওয়া।

চিকিৎসা

–কানের পর্দায় ছিদ্র থাকলে অবশ্যই কান শুকনা রাখতে হবে। কানের ভেতরে যেন জল না যায়।

–স্নান করার সময় পরিষ্কার তুলো তেলে চুবিয়ে খেই তুলে চিপে আলাগা ভেলে বইরে ফেলে দেবেন। এরপর সেই তেলে ভেজা তুলো কানে গুঁজে মগ দিয়ে স্নান করতে হবে। স্নানের পর তুলো ফেলে নেন। অথবা ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো অবস্থায় সাতাঁর কাটা বা ধরনার জলে স্নান করা যাবে না।

–কানে ইনফেকশন থাকলে কানের চিকিৎসকের কাছে গিয়ে কানাটি চিক্মতো পরিষ্কার করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এটি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

–সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারলে সাধারণত এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে পর্দার ছোঁচাটো ছিদ্র প্রাকৃতিক নিয়মে জোড়া লাগতে দেখা যায়।

–পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও নিয়ম মানার পরও যদি দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে কানের পর্দা জোড়া না লাগে, তাহলে একটা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মাইক্রোসার্জারি করে পর্দা জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এই গরমে ডায়রিয়া থেকে সাবধানে থাকুন

দুরন্ত বার্তাঃ ডায়রিয়া জলবাহিত রোগ। অতিরিক্ত গরমের সময় বিভিন্ন কারণে মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ ছাড়া নানাভাবে জলবাহিত রোগ ছড়ায়। দূষিত জল পান করে অনেকেই ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েডসহ জলবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হন। ভালোভাবে হাত-মুখ না ধুয়ে খাবার খেলে জলবাহিত রোগের জীবাণু পেটে গিয়ে সংক্রমণ ঘটতে পারে। হাটবাজারে, রাস্তায়, বিভিন্ন ফুটপাতে অনেক হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার রান্নায় বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করা হয় না। কেউ কেউ আবার ফুটপাতে তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর অন্তত ২০০ মি.লি. বা ১ গ্লাসের মতো খাবার স্যালাইন পান করুন। ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে প্রচুর জল ও লবণ বেরিয়ে যায়। তাই স্যালাইনের পাশাপাশি বারবার বেশি বেশি তরল খাবার যেমন-ভাতের মাড়, চিড়ার জল, ডাবের জল, তাজা ফলের রস (কমলা, মাল্টা, ডালিম কিংবা তরমুজের জুস), সুাপ, টকদই, ঘোল, লবণ-গুড়ের শরবতসহ যে কোনো তরল খাবার ডায়রিয়া রোগীর জন্য ভালো। তরল জাতীয় খাবারের পাশাপাশি স্বাভাবিক খাবার চলিয়ে যেতে হবে (যদি রোগী বমি না করে)। বাড়ির কাজের লোক, রেস্তোরাঁর রাঁধুনি কিংবা পরিবেশনকারী অর্থাৎ খাবার তৈরির সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত তাদের ডায়রিয়া দেখা গেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের কাজ বন্ধ রাখুন কিংবা ছুটির ব্যবস্থা করুন। একেবারেই যদি কাজ বন্ধ করা অসম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে তৈরির আগে এবং পরে খুব ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া অবশ্যই নিশ্চিত করুন।

ডায়রিয়া হলে কী করবেন নাঃ ডায়রিয়ার শুরুতেই কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া একদমই উচিত নয়। আবার অনেকে দ্রুত ডায়রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য ওষুধ খান যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। এসব ওষুধ ব্যবহারের ফলে শিশুদের অন্ত্রনালি পেঁচিয়ে গিয়ে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। ডায়রিয়া হলে ভাজা-পোড়া বা ঝাল মসলাদার বাইরের খাবার না খেয়ে, বাড়িতে রান্না সহজপাচ্য খাবার খাওয়া ভালো।

ডায়রিয়ার চিকিৎসা কীঃ মনে রাখতে হবে, খাবার স্যালাইনের মাধ্যমে শরীরের জলশূন্যতা পূরণ করাই ডায়রিয়ার প্রধান চিকিৎসা। শুরুতেই ওরস্যালাইন ব্যতীত অন্য কোনো ওষুধ যেমন অ্যান্টিবায়োটিক খাবার প্রয়োজন নেই। ডায়রিয়া শুরু হওয়ার পর রোগীর শরীরে প্রাথমিকভাবে জলের ঘাটতি দেখা যায়। তাই ডায়রিয়ার শুরুতে রোগীকে ২-৬ লিটার (৮ থেকে ১২ গ্লাস) স্যালাইন ও তরল খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর অন্তত ২০০ মি.লি. বা এক গ্লাসের মতো খাবার স্যালাইন পান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যদি মুখে খাবার স্যালাইন খাওয়ার মাধ্যমে শরীরে জলশূন্যতাকে পূরণ করা সম্ভব হয়, তবে রোগীকে হাসপাতালে এনে শিরাপথে স্যালাইন দেওয়ার হয়তো প্রয়োজন হবে না। তাই মুখে বারবার খাবার স্যালাইন খাওয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। তবে ডায়রিয়া যদি তীব্র হয় বা কলেরা দেখা দেয়, শরীরে তীব্র জলশূন্যতার লক্ষণ দেখা যায় তখন রোগীকে হাসপাতালে আনতে হবে।

কোন হাসপাতালে যাবেনঃ ডায়রিয়া রোগীর যথেষ্ট প্রশ্রাব হচ্ছে কি না বা পরিমাণ কমে যাচ্ছে কি না তা খুব গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে। ডায়রিয়া শুরুর পর যদি প্রশ্রাব কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় তবে দ্রুত হাসপাতালে আনতে হবে। এ ছাড়া যদি তীব্র জলশূন্যতার লক্ষণ যেমন-রক্তচাপ

কমে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা, অতিরিক্ত পিপাসা লাগা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া বা জিহ্বা ও ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চোখ গর্তে ঢুকে যাওয়া, শরীর নিজেই হয়ে পড়া, পায়খানার সঙ্গে রক্ত যাওয়া কিংবা অজ্ঞান হয়ে গেলে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি করবেন না। শিশুরা ডায়রিয়ায় দ্রুত জলশূন্য হয়ে পড়ে, এমনকি প্রাণহানির আশঙ্কাও থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে নিজেই হয়ে পড়া, প্রশ্রাব কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যাওয়া, অস্থিরতা, খিটখিটে মেজাজ বা নিজেই হওয়া, চোখ গর্তে ঢোকা, তৃণগর্ভ ভাব বা একেবারেই খেতে না পারা, চামড়া ঢিলা হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলোর একটি দেখা দিলে শিশুকে দ্রুত হাসপাতালে আনতে হবে।

খাবার স্যালাইন তৈরি ও খাবার নিয়মঃ স্যালাইন তৈরিতে বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করতে হবে। সঠিক পদ্ধতিতে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে স্যালাইন তৈরি করতে হবে। খাবার স্যালাইন অবশ্যই ৫০০ মি.লি. অর্থাৎ আধা লিটার জলে গোলাবেন। প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর সেখান থেকে ২০০ মি.লি. বা এক গ্লাসের মতো খাবার স্যালাইন খাবেন। জলে গোলানো স্যালাইন ৬ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত ভালো থাকে, তাই গোলানো স্যালাইন ৬ ঘণ্টা পর ফেলে দিয়ে নতুন করে আবার স্যালাইন তৈরি করা উচিত। যদি স্যালাইন কেনো না থাকে, তবে এক লিটার জলের সঙ্গে এক মুঠো গুড় বা চিনি ও এক চিমটি লবণ মেশালেই তৈরি হয় খাওয়ার স্যালাইন। প্রাথমিক চিকিৎসায় এটা ডায়রিয়া রোগীর জীবন বাঁচাতে পারে।

ডায়রিয়া প্রতিরোধে করণীয়ঃ বিশুদ্ধ জল বা ফুটানো



জল পান করুন। খাবার ও জল পানের পাত্র বিশুদ্ধ জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। পরিষ্কার স্থানে এবং সঠিক পদ্ধতিতে খাবার সংরক্ষণ করুন। খাবার সব সময় ঢেকে রাখা উচিত। মলত্যাগ করার পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ডায়রিয়া হওয়ার আশঙ্কা ৪০ শতাংশ কমে যায়। তাই বড়দের পাশাপাশি শিশুদেরও খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নখের নিচ ও আঙুলের ফাঁকের অংশ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। পায়খানার পরেও ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। বাড়ির জলের লাইন পরীক্ষা করুন। জলের ট্যাংক পরিষ্কার করুন। তাই সচেতন হোন।

ইনফ্লেমেটরি বাওয়েল ডিজিজ ঠিক কি

দুরন্ত বার্তাঃ মানবশরীরের রোগ প্রতিরোধী ‘ইমিউন সিস্টেম’ সাধারণত ইনফেকশন বা জীবাণুঘটিত সংক্রমণজাতীয় রোগকে প্রতিহত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোনো কারণে এই রোগ প্রতিরোধী ইমিউন সিস্টেম স্বাভাবিকভাবে জীবাণুর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়ে যদি শরীরের নিজস্ব কোষ বা কলাকে ধ্বংস করে এবং প্রদাহ তৈরি করে, তখন আক্রান্ত অঙ্গ তার স্বাভাবিক কার্যক্রম হারিয়ে ফেলে। কোনো দেশের সেনাবাহিনী বহিঃশত্রু আক্রমণ না করে নিজের দেশের জনগণকে আক্রমণ করা শুরু করলে যে রকম দুর্দশার সৃষ্টি হয়, মানুষের ইমিউন সিস্টেমও তেমনি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে ধ্বংস না করে নিজের শরীরকে নষ্ট করতে থাকলে তেমনই হয়। পরিপাকতন্ত্রের অস্বাভাবিক প্রদাহজনিত এমনই এক রোগের নাম ‘আইবিডি’ বা ‘ইনফ্লেমেটরি বাওয়েল ডিজিজ’। আইবিডি বা ইনফ্লেমেটরি বাওয়েল ডিজিজ দুই ধরনের—

–**আলসারেটিভ কোলাইটিস**ঃ এটি প্রধানত বৃহদন্ত্রে প্রদাহ বা আলসার তৈরি করে থাকে।

–**ক্রন’স ডিজিজ**ঃ এই রোগে পরিপাকতন্ত্রের যেকোনো অংশ (মুখ থেকে পায়ুপথ) আক্রান্ত হতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুধু ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র অথবা উভয় অংশই আক্রান্ত হতে পারে।

–**লম্বায়**ঃ ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা –পেটে ব্যথা।

–মলের সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

–মুদু ঘ্র ব অনুভূত হওয়া।

–ক্লান্তি ভাব

–শরীরে ওজন কমে যাওয়া।

–খাবারে অরুচি।

–জটিলতা–

–অন্ত্রনালি সরু হয়ে যাওয়া।

–ফিস্টুলা।

–চোখ, ত্বক এবং অস্থিসন্ধির প্রদাহজনিত অসুখ

–কোলন ক্যান্সার ইত্যাদি।

কোন বয়সে আইবিডি রোগ হয়?

যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ৬০ বছর বয়সের আগেই সাধারণত এই রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তবে যেকোনো বয়সেই এই রোগ হতে পারে।

চিকিৎসাঃ আইবিডি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ না হলেও নিয়মিত বিভিন্ন প্রকার ওষুধ সেবনের মাধ্যমে এই রোগ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণযোগ্য। ক্ষেত্রবিশেষে আইবিডিতে আক্রান্ত রোগীদের সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে।

জীবনধারণার কী কী পরিবর্তন আনতে হবে?

–যেসব খাবার ও পানীয় রোগের উপসর্গগুলো বাড়িয়ে দেয়, যেমন-দুধ ও দুধের তৈরি খাবার, খোলা বা রান্নার খাবার পরিহার করতে হবে।

–ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে।

–মানসিক চাপ হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে, যদিও মানসিক চাপের কারণে আইবিডি রোগ হয় না। তবে এটা রোগের লক্ষণ ও উপসর্গকে বাড়িয়ে দিতে পারে। ব্যায়াম, যোগব্যায়াম এ

ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

মনে রাখবেন–

–চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই ওষুধ বন্ধ করা বা ডোজ পরিবর্তন করা উচিত নয়। ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করবেন। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন্তে হবে।

–মনে রাখবেন, আপনি যত বেশি আপনার রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, আপনার রোগ আপনাকে তত কম নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

–রোগের কোনো লক্ষণ না থাকলেও নিয়মিত চিকিৎসকের ফলোআপে থাকতে হবে।

–রোগের তীব্রতা এবং লক্ষণগুলোর ওপর নজর রাখবেন। চিকিৎসায় নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রোগের লক্ষণ আবার দেখা দিলে চিকিৎসককে অবহিত করবেন। কারণ এই লক্ষণগুলো সব সময় আইবিডির কারণে নাও হতে পারে। খাদ্যসংক্রান্ত জটিলতা অথবা অন্ত্রনালিতে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের আক্রমণের কারণেও হতে পারে।

–আপনার রোগ এবং সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে চিকিৎসকের কাছ থেকে অবহিত হবেন।

–আপনার রোগ কতটা ব্যাপক এবং এরই মধ্যে চিকিৎসার জন্য যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি কী কী আছে, তা চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

আপনার নিয়ন্ত্রণে না থাকা কাশি

দুরন্ত বার্তাঃ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দু’ভাৱেই কাশি হতে পারে। কাশি অনেককে বেশ ভোগালেও এটা কিন্তু রোগ প্রতিরোধের একটি প্রাকৃতিক উপায়। তবে অতিরিক্ত কাশি কোনো রোগের লক্ষণ হিসেবেও ঘটতে পারে। হঠাৎ ও সজ্ঞারে ফুসফুসের বাতাস সশব্দে বের হওয়াই কাশি। এর মাধ্যমে শ্বাসনালি ও ফুসফুস থেকে বাইরের বস্তু, জীবাণু, মিউসেল নিক্রান্ত হয়ে ফুসফুসকে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখে। এটি একটি রিস্ট্রক্স ক্রিয়া, যার রিসেপটর থাকে শ্বাসনালিতে। এছাড়া পাকস্থলী, খাদ্যনালি, ডায়েক্সাম, স্বরযন্ত্র ও পেরিকার্ডিয়ামেও কাশির রিসেপটর থাকে। রিসেপটর থেকে কাশির উত্তেজনা ভেগাস নার্ভ দিয়ে ব্রেনের মেডালায় পৌঁছে। সেখান থেকে স্পাইনাল নার্ভ, ভেগাস নার্ভ ও ফ্রেনিক নার্ভ হয়ে শ্বাস ত্যাগের মাংসপেশি ডায়েক্সাম ও শ্বাসনালিতে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়ে কাশির উদ্বেক করে।

প্রকারভেদঃ স্থায়ি়ের ওপর নির্ভর করে কাশি তিন ধরনের হয়। এগুলো হল-অ্যাকিউট, সাব-অ্যাকিউট ও ক্রনিক।

অ্যাকিউটঃ যখন কাশির স্থায়ি়ত্ব তিন সপ্তাহ হয়, তখন সেই ধরনের কাশি অ্যাকিউট পর্যায়ে। যেমন- ফুসফুসে ও শ্বাসনালিতে জীবাণু সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, পালমোনারি অ্যামবলিসম ইত্যাদি।

সাব-অ্যাকিউটঃ তিন থেকে সপ্তাহকাল পর্যন্ত যে কাশি থাকে, তা সাবঅ্যাকিউট। ফুসফুসে জীবাণু সংক্রমণ পরবর্তী কাশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা ছাড়াই সেরে যায়।

ক্রনিক কাশিঃ আট সপ্তাহের বেশি স্থায়ী কাশিই ক্রনিক পর্যায়ে। যেমন-পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ আইনফাইটিস, সাইনোসাইটিস, অ্যাজমা, সিওপিডি, আইএলডি, ফুসফুসের একসেস, ক্যান্সার, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া-বিটাল্ফোর, এসিইনহিথিটার নামক রক্ত চাপের ওষুধের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি।

জটিলতাঃ কাশি হওয়ার সময় বৃকের ভেতর ৬০০ মিমি মারকারি চাপ তৈরি করে এবং ফুসফুস থেকে প্রায় ৫০০ মাইল গতিবেগে বাতাস প্রবাহিত হয়। এই কারণে বৃকে ব্যথা, মাথা ব্যথা, নিদ্রাহীনতা, প্রশ্রাব ধরে রাখতে না পারা (বিশেষত নারী ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে), হার্নিয়া, বৃকের হাড় ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি জটিলতা দেখা দেয়।

পরীক্ষাঃ ঠিক কী ধরনের কাশি হয়েছে তা জানার জন্য রক্তের সিবিসি, বৃকের এন্জ-রে, শ্লেষ্মার রুটিন মাইক্রোস্কপিক কালচার সেনসিটিভিটি, এমটি ইত্যাদি পরীক্ষাগুলো করতে হয়। এছাড়া অ্যাজমা নির্ণয়ের জন্য স্পাইরোমেট্রি ও রিভারসিবিলিটি পরীক্ষা এবং বিশেষ

ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান, ব্রংকোস্কপিও করার দরকার হতে পারে।

চিকিৎসাঃ চিকিৎসার আগে কাশির সঠিক কারণ বের করা উচিত। সচরাচর কাশি নিরোধক ওষুধ ব্যবহার করে কাশি বন্ধ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। এছাড়া কিছু করণীয় হল–

–কাশি উদ্বেককারী কোনো ওষুধ রোগী সেবন করছে কি না তা দেখা।

–অনেক সময় পোস্টন্যাসাল ড্রিপের লক্ষণ থাকে না। সে ক্ষেত্রে রোগীকে অন্তত সাত দিন স্টেরয়েড ন্যাসাল স্প্রে দিয়ে দেখা উচিত। অনেক সময় অ্যাজমার লক্ষণও দেখা দিতে পারে, এ ব্যাপারে বিশেষ সন্দেহ হতে হবে।

–খাদ্যনালি ও পাকস্থলীর রিফ্লাক্স স্লিপ এপনিয়া কাশির অজানা কারণ। এতে অনেক কষ্ট হয়।

–পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ১০-২০ শতাংশ রোগীর কাশির কারণ জানা যায় না। মানসিক রোগের বিষয়টি মাথায় রেখে তখন চিকিৎসা দিতে হবে।

রক্তকাশি হলেঃ কাশির সঙ্গে রক্ত গেলে তাকে রক্তকাশি বলে। রক্তের পরিমাণ শ্লেষ্মায় রক্তের দাগ থেকে শুরু করে শ্লেষ্মাহীন শুধু রক্ত কাশিতে যেতে পারে। এটা শ্বাসনালি, ফুসফুস ও অন্যান্য অঙ্গের সমস্যায়ও হতে পারে।

–যে কারণেই হোক না, রক্তকাশি রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের জন্যই একটি ভীতিকর লক্ষণ। এ রকম মনে হলে প্রথমেই কাশিতে রক্তের পরিমাণ দেখতে হবে। যদি ২৪ ঘণ্টায় ৫০০ মিলি বা তার বেশি রক্ত যায়, তাকে ম্যালিভ বা বৃহদায়তন রক্তকাশি বলে। এই ধরনের রোগীর মৃত্যুরূপিকও থাকে। বিশেষত ফুসফুসের শ্বাসনালি রক্তে পূর্ণ হয়ে যায়। ফলে ফুসফুসের অক্সিজেন ও কার্বন ডিই-অক্সাইড গ্যাসের আদান-প্রদান ব্যাহত হয়ে রোগীকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। এই কারণে ম্যালিভ রক্তকাশির রোগীকে তাৎক্ষণিক আইসিইউতে ভর্তি করে শ্বাসনালিতে টিউব দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হয়। যে ধরনি থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে ধর্মনিতে এমবোলাইজেশন করতে হবে অথবা ফুসফুসের এই অংশটি কেটে বাদ দিতে হবে।

–রক্তের পরিমাণ কম হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসায় রক্তকাশি সেরে যায়।

চিকিৎসার পরও যদি না সারে, সে ক্ষেত্রে ধর্মনি এমবোলাইজেশন ও সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে।

–যেসব ক্ষেত্রে রোগ ধরা পড়ে না, সেসব রোগীকে নির্দিষ্ট সময়ে ফলো আপ দিতে হবে।

এই গরমে চোখের যত্ন নেবেন যেভাবে

দুরন্ত বার্তাঃ মানব দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মধ্যে চোখ অন্যতম। আপনার আশপাশের সব কিছু আপনি যেমন এই চোখ দিয়ে দেখতে পারেন, তেমনি আপনাকে সাজাতে আর সৌন্দর্য প্রকাশে চোখের তুলনা নেই। তবে এই চোখের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর সমস হচ্ছে গরমের এই সময়। তীব্র তাপ এবং এর পাশাপাশি ধূলেবািলি চোখের নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই এই প্রচণ্ড গরমে চাই চোখের যত্ন, যাতে চোখ থাকে সুস্থ আর আপনি খেতেপাতে পারেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে। বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে প্রচণ্ড গরমে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয় আমাদের দুটি চোখ। একটি যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সারা জীবনের দৃষ্টিশক্তি। তাই সময় থাকতেই চোখের যত্ন নেওয়া ভালো। গরমের সময় যখন সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বৃক রক্ষার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহার করা হয়, তখন চোখের দিকে আমাদের অনেকেরই খোলা থাকে না। এতেই ঘটে যায় বড় বিশ্বৃঙ্খলা। এ ছাড়া গরমে আরও যেরব সমস্যা চোখে দেখা যায় তা হলোঃ-

অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবঃ এ ছাড়া বেশিক্ষণ ধরে রোদের মধ্যে কাজ করলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি চোখের অনেক ক্ষতি করে।

গরমে চোখের সমস্যার প্রতিকারঃ রোদ থেকে চোখ বাঁচাতে সানস্প্রস পরিধানের কোনো বিকল্প নেই। তাই

সানস্প্রাস ব্যবহার করুন। এটি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখ শতভাগ সুরক্ষা দেবে। আপনার চোখ সরাসরি এসির আঘাত থেকে রক্ষা করুন। চোখের বিশ্রাম দিতে হয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুমান। তাহলে চোখের সমস্যা চোখ নবজীবন ফিরে পাবে। চোখে কোনো ধরনের সমস্যা অনুভূত হলে শুরুতেই চোখের কিছু ব্যায়াম করুন। তাহলে আপাতত এসব সমস্যা থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়া যাবে। চোখ ভালো রাখতে দিনের মধ্যে কয়েকবার পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করুন। এমনকি আপনি চোখে জলের বাষ্পাট দিতে পারেন। এতে চোখের ময়লা ভেতর থেকেই পরিষ্কার হবে। কিছুক্ষণের জন্য আপনি আপনার চোখের ওপর পাতলা করে কেটে নেওয়া শশার টুকরো রাখতে পারেন। তাহলে এটি আপনার চোখ ঠাণ্ডা রাখতে কাজ দেবে। প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসে আপনি সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, গাজর ও বাদাম খেতে পারেন। এতে আপনার চোখ আরও বেশিদিন ভালো থাকবে। এই গরমে বৃকের পাশাপাশি চোখের রক্তদে **চোখের আলার্জি**ঃ তীব্র গরমের সময় চোখের অ্যালার্জির সমস্যা ভেড়ে যায়।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্নঃ সাধারণভাবে ভিটামিনের অভাব কীভাবে বুঝতে পারা যাবে? উত্তরঃ শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি মানেনেই স্বাভাবিক অবনতি। আর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে ক্লান্তি, অবসাদ, কাজে শ্রুথ হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেকে সমস্যা শনাক্ত করতে পারেন না বলে বুঝতে পারেন না খাদ্যাভ্যাস কি পরিবর্তন আনবেন। সাধারণভাবে শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি বুঝতে হলে নিজেকে ভালো করে পর্যালোচনা করতে হবে। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের অভাবে বৃকের উজ্জ্বলতা কমতে শুরু করে। তাছাড়া খাবারের স্বাদ না পাওয়া এবং সারাদিন ক্লান্ত লাগলেও ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের অভাব আছে বুঝতে হবে। চোখের নিচে অনেকেইই কালি পড়ে। এক্ষেত্রে ভিটামিন এ পর্যাপ্ত পরিমাণে না নেওয়ায় এমন সমস্যা হয়। অনেক সময় ভিটামিন-এ অভাবে চোখের চারপাশ ফুলে যায়। এমন হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

আচমকা ঠোট ফাটছে। আবার বৃকও কক্ষ হয়ে উঠছে। শরীরের অনেক পেশিতে টান পড়ছে। ভিটামিন সি অভাবে এমন সমস্যা হয়ে থাকে। প্রশ্নঃ যেকোনো জায়গায় ভ্রমণে যাওয়ার আগে টয়লেট করলেও আবার চাপ হয়। এর জন্য প্রায়ই পথমধ্যে গাড়ি থামাতে হয়। এমনকি রাস্তায় বের হলে, মার্কেটে গেলেও এই সমস্যা। সকালে জলখাবারের পরপরই দৌড় দিতে হয় টয়লেটে। দুধ ও পনিরজাতীয় খাবারে সব সময় সমস্যা হয় না। অনেক বছর ধরেই এটি চলছে। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

উত্তরঃ আপনার উ ল্লিখিত উপসর্গগুলো প্রাথমিক ভাবে ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আইবিএস)-এর দিকেই ইঙ্গিত করছে। আইবিএস একটি রোগি পিচিতে শেটের সমস্যা। এক্ষেত্রে খাবারের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার আদার জাত্তেই এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই দুধ, পনির ও দুগ্ধজাতীয় খাবার তেলাক্ত ও ভাজাপোড়া খাবার শাক, চকলেট, বিস্কুট ইত্যাদি খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। খেতে চাইলে চিনিহাড়া দই বা টকদই খেতে পারেন। পছন্দমতো সবজি খেতে নিষেধ নেই। তবে শাক, বাইরের খাবার ও দুগ্ধজাতীয় খাবার সেতেনভাবে এড়িয়ে চলুন। যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায়া ভুগছেন, তাই দ্রুত একজন ক্যাণ্টো-এন্ট্রোলোলজিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

প্রশ্নঃ আমার দুটি দাঁতে সমস্যা আছে। একটাতে ফিলিং করে কা্যপ পরানো হয়েছে। বাকি দাঁতেও এখন মাঝেমধ্যে ব্যথা হয়। বিশেষ করে ঠাণ্ডা পানি খেলেই সমস্যা দেখা দেয়। মুখে হালকা গন্ধ হয়, যা নিয়ে বিবর্তক অবস্থায় পড়া। এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কি?

উত্তরঃ আপনার পুরো মুখের একটি ওপজি এক্স-রে করতে হবে। এতে প্রতিদাঁতের সামগ্রিক অবস্থা বোঝা যাবে। এরপর ভালো কোনো ডেন্টাল ক্লিনিকে বা সার্জনের পরামর্শ নিয়ে সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলা সম্ভব। আপাতত আরামের জন্য পেস্ট সেনসোডাইন র্যাপিড রিলিফ সকালে ও রাতে খাওয়ার পর ১ মিনিট লাগিয়ে রেখে তারপর ব্রাশ করুন। দাঁতে ক্যারিজ এবং তীব্র গ্যাষ্ট্রিকের সমস্যা থাকলে দুর্গন্ধ হয়। সেটি এড়াতে ওষুধ খেয়ে অ্যান্টিসিটি নিয়ন্ত্রণে আনুন। সবচেয়ে ভালো হয়, সরাসরি কোনো ডেন্টাল প্রস্নঃ আমার বয়স ২৬ বছর। কিন্তু আমার ওজন এখনো অনেক কম। শরীর রোগা-পাতলা। বাজারে ওজন বাড়ানোর অনেক বিজ্ঞানন দেখছি। কিন্তু সাহস হচ্ছে না। কী করতে পারি?

উত্তরঃ আপনার বিবরণ পড়ে ওজন ঠিক কটটা কম, তা বোঝা গেল না। ওজন আগে স্বাভাবিক ছিল, সম্প্রতি হুট করে কমে গেছে কি না, তাও স্পষ্ট নয়। যদি সম্প্রতি ওজন কমে গিয়ে থাকে, তাহলে তার যথার্থ কারণ খুঁজে বের করতে হবে। ডায়াবেটিস, থাইরয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের কারণে ওজন কমে যায়। আপনার শরীরে এমন কোনো রোগের অস্তিত্ব আছে কি না, তা জানা দরকার। আর যদি শুক থেকেই আপনার ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করে থাকে, তাহলে দুইসুতর কিছু নেকি। বরং ওজন বেড়ে গেলে দুসুতরাগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপার থাকে। তারপরও শরীরে ওজন-উচ্চতার ভারসাম্যের জন্য আপনি পুষ্টিকর খাবার, পর্যাপ্ত ঘুম ও নিয়মিত ব্যায়াম

বর্ধমানের গ্রামে ফিরল পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৪ জুন : অশিশুপু ককমণ্ডল এন্ড্রাপ্রেস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের বড়শুলের বাসিন্দা সফিক কাজি। রবিবার ভোরে বাড়ি ফিরল তাঁর নিখর দেহ। সফিকের দেহ বাড়িতে পৌঁছতেই বড়শুলের কুমীরকোলা গ্রামে ওঠে কাজার রোল। শুক্রবার সন্ধ্যায় করমণ্ডল এন্ড্রাপ্রেসের দুর্ঘটনায় খবর পৌঁছেছিল সফিকের বাড়িতেও। ভাইকে নিয়ে দৃষ্টান্ত করছিলেন দাদা বাবু কাজি। হাওড়ার কস্টোল রুমের নম্বরে বার বার ফোন করছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিস্তা কাটেনি। তাই শনিবার ভোরে আলো ফোটার আগেই ভাই সফিকের খোঁজে বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছিলেন বাবু। বালেশ্বরে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়েছে শুরু করেন ভাইয়ের খোঁজ। স্কুল ঘরের অস্থায়ী মর্গে লাশের স্তূপ খেঁটে বের করেন মৃত ভাইয়ের দেহ। বিপর্যস্ত মানসিক পরিস্থিতি মধ্যেও সরকারি ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বাবু বলেন, চূড়ান্ত অব্যবস্থা চলছে ওখানে। এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ঘরে সারি সারি লাশ ফেলে রাখা হয়েছে। সেগুলিকে হাতড়ে খুঁজে নিতে হচ্ছে স্বজনদের দেহ। আহতদের টিক মতো চিকিৎসকগুও হচ্ছে না। স্বামীর দেহ বাড়িতে পৌঁছতে চার সপ্তাহের মধ্যে, অঁখে জলে পড়েছেন শিল্পী। সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা, স্বজন হারানোর যন্ত্রণায় চোখের জল থামছে না। সকাল থেকেই মৃত সফিকের বাড়িতে ভিড় করেছেন পড়শিরা। বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক দিশীথ কুমার মালিক ও জেলা পরিষদের কর্মাঙ্ক্ষ বাগবুল ইসলামও যান সফিকদের বাড়িতে। বিধায়ক দিশীথ কুমার মালিক বলেন, মুখামুখী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলা প্রশাসন ও রুক প্রশাসন সব রকম সাহায্যে করছে। আমরা এই পরিবারের পাশে আছি।

নিখোঁজ সদস্যের জন্য উৎকণ্ঠায় রয়েছে পরিবার

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ জুন : নিখোঁজ সদস্যের জন্য উৎকণ্ঠায় পরিবার। কদাচী সন্ন্যী, কারো ভাই চোমাই গিয়েছিল মেয়ের বিয়ের জন্য টাকার যোগাড়ে বা পেটের ভাত যোগাড় করতে। তিন দিন ধরে তাদের ফোনের সূঁচ অফ। কারো ফোনের রিং বাজছে। কিন্তু কেউ তুলছে। ট্রেনে চাপার আগে ফোনে শেষ কথা হয়েছিল। করমন্ডল এন্ড্রাপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার তানিমনি পরেও কেনা খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বীরভূমের পাইকর থানার কনকপুত্র গ্রামের ভিন যুবকের। দুর্ঘটনার দিন শালিমার থেকে করমন্ডল এন্ড্রাপ্রেস ট্রেনে চড়ে চোমাইয়ের উদ্দেশ্যে শ্রমিকের কাজ করতে যাচ্ছিলেন কনকপুত্র গ্রামের সানাউল সেখ, রফিকুল সেখ ও শান্ত সেখ নামে তিনজন যুবক। রফিকুল সেখের ছোট মেয়ে আলোহা খাতুন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তার চোখে মুখে ভয়ের ছাপ সুস্পষ্ট। তার আবু কবে ফিরবে কে জানে! করমন্ডল এন্ড্রাপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার পর থেকে তাদের সন্না খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে পরিবারের লোকজন। এমনকি তাদের সঙ্গে থাকা মোবাইলেও কোন যোগাযোগ করতে পারছেন না পরিবারের লোকজনরা। এদিকে তিন যুবকের খোঁজ না পাওয়ায় উৎকণ্ঠায় ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন নিখোঁজ তিন যুবকের পরিবারের সদস্যেরা। তবে তাদের খোঁজে ইতিমধ্যেই বালেশ্বর পৌঁছেছেন তাদের আত্মীয়রা কিন্তু সেখানে গিয়েও খোঁজ মেলেনি বাড়িতে। তবে জেলা প্রশাসনের তরফে বাড়ির ছাত্র খবর নিয়েছে পুলিশ। পাঠানো হয়েছে ত্রাণ।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পরিষেবা

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ জুন বীরভূম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহম্মদবাজার রুকের মহা ঋণ মেলায় বিভিন্ন পরিষেবা তুলে দেওয়া হয়। এই মেলায় সরকারি বিভিন্নরক্ষ ঋণের আবেদনপত্র গৃহীত হয় এবং অনুমোদন পত্রও প্রদান করা হয়। এই ঋণ দেবার বইরূেও এই অনুষ্ঠানে প্রস্তাবিত দেওয়ার পাচামি কয়লা খনি প্রকল্পের আওতায় সাতজন ইচ্ছুক জমিদারদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জাতিগত সন্তোষপত্র তুলে দেওয়া হয় ১২০০ উপভোক্তার হাতে। আধার কার্ড আপডেজন করা হয় ১০০০ জন। জবকার্ড মেবাইল লিঙ্ক ১৫০০ জনের। বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা দেওয়া হয় ৫০০ জনকে। পিপিও ২ স্বনির্ভর দলের ফ্রেডিট লিঙ্কে দেওয়া হয় ৫০০ জন উপভোক্তাকে। ৫০০ জনকে বস্ত্র (কাপড় ও ধুতি বিতরণ) করা হয়। কৃতি ছাত্রছাত্রী স্বর্ধনা দেওয়া হয়। (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) মোট ১১ জনকে। সংখ্যালঘু ঋণ ও স্কলারশিপ দেওয়া হয় ৬০ জনকে।

শ্রমিক স্বার্থে গর্জে উঠল তৃণমূল

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ জুন : রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা আইএনটিটিউসির ডাকে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা আইএনটিটিউসির সভাপতি সৈয়দ মহম্মদ সেলিমের আহ্বানে বর্ধমান শহরের বিরহাটা থেকে বর্ধমান স্টেশন প্রাঙ্গণ পর্যন্ত এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সার্বিক বঞ্চনা ও রায়ার গ্যাস ডিজেলসহ নিতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, এবং সিবিআই ও ইউি দ্বারা দলের নেতা-মন্ত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে পূর্ব বর্ধমান জেলা আইএনটিটিউসির ডাকে আজকের এই প্রতিবাদ মিছিল। এই প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান আইএনটিটিউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব বর্ধমান জেলা আইএনটিটিউসি সভাপতি সৈয়দ মহম্মদ সেলিম, রাজ্যের দুই মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ মমতাজ সংঘমিতা, বর্ধমান শহরের শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম নেতা মুক্তার মিয়া এবং ভাতারের প্রাক্তন বিধায়ক বনমালী হাজরা সহ পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন রক থেকে আসা আইএনটিটিহসির সভাপতি এবং শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা। এদিন বর্ধমান শহরের বিরহাটা থেকে বর্ধমান স্টেশন প্রাঙ্গণ পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিলের পাশাপাশি বর্ধমান স্টেশন প্রাঙ্গনে এক প্রতিবাদ সভারও আয়োজন করা হয়। প্রতিবাদ সভায় রাজা আইএনটিটিউসি সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, শ্রমজীবী মানুষের উপর সংগঠিত আক্রমণ নেমে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমজীবী মানুষদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করছে, আট ঘণ্টা ডিউটির জায়গায় বারো ঘণ্টা ডিউটি করা হচ্ছে। দেশের পার্লামেন্টে একের পর এক শ্রম আইন তৈরি হয়েছিল। আমাদের দেশে প্রচলিত ২৯ টি শ্রম আইন বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বনাশা চারটি শ্রম কোড নিয়ে এসেছে। শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হবে বলা হয়েছে এই শ্রম কোডে। সারা দেশের মধ্যে একমাত্র তৃণমূল পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তামিলনাড়ুতে এমকে স্ট্যালিনের সরকার এই শ্রম কোড রাজ্যে লাগু করতে দেননি। বাকি সমস্ত রাজ্যে সেখানকার রাজ্য সরকার লাগু করেছে। এমনকি সিপিএম পরিচালিত কেরালাতেও শ্রমিকদের

অভিযুক্ত অধ্যাপকের ১৪ দিন জেল

দূরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৪ জুন : বিশ্বভারতীতে গবেষক অধ্যাপিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় অভিযুক্ত অধ্যাপকের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। সরকারি আইনজীবী ফিরোজ কুমার পাল বলেন, ধৃত অধ্যাপককে বোলপুর আদালতে তোলা হলে ভারপ্রাপ্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতের বিচারক আদিত্য গুপ্তন ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ফের ১৭ জুন ধৃতকে আদালতে তোলা হবে। বিশ্বভারতীতে গবেষক অধ্যাপিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় অভিযুক্ত অধ্যাপক রাজর্ষি রায়কে শ্রেফতার করে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে স্ত্রীলতাহানি, ধর্ষণের চেষ্টা, প্রাণনাশের হুমকিমতো নি বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। তার আগেই গত শুক্রবার অধ্যাপিকার গোপন জবানবন্দী নেওয়া হয় বোলপুর আদালতে। উল্লেখ্য, কলকাতা নিবাসী রায়গঞ্জ এডুকেশন



স্বার্থ মাথায় না রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সর্বনাশা শ্রম কোড লাগু করেছে। এছাড়াও তিনি জানান আজকের এই প্রচন্ড গ্রীষ্মের দাবাদহ থাকলেও মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসেছে প্রতিবাদ মিছিলে তাতে বোঝা যাচ্ছে বিরোধীদের অস্তিত্ব প্রায় বৈ। এই কারণে তিনি জেলা আইএনটিটিউসির সভাপতি মহম্মদ সেলিমকে ধন্যবাদও জানান। যেভাবে সারা রাজ্যে আইএনটিটিউসির নেতা-কর্মীরা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শ্রমিকদের স্বার্থে যেভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে পঞ্চায়েতে ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেস ভালো করবে। এবং যে সমস্ত জায়গায় অনুমোদন ছাড়া আইএনটিটিহসির ব্যানার বা পতাকা লাগিয়ে এখনো যারা বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের পাশে দল কখনেই থাকবে না এবং তাদের দায়িত্ব দল কোনদিন নেবে না। শুধুমাত্র পূর্ব বর্ধমান জেলা নয়, গোটা রাজ্যজুড়ে অনুমোদন ছাড়া আইএনটিটিউসির নাম করে যদি কেউ টাকা তোলে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যথাগযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করে দেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তার বক্তব্যে তৃণমূলের আমলে রাজ্যের শ্রমিক শ্রেনীর উন্নয়ন, তাদের পরিচয়পত্র প্রদান সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

২০২২ সালের ২৯ জুন ফের গবেষিকার সাথে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাসের চেষ্টা করেন অধ্যাপক। তখন অধ্যাপিকা বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির কাছে লিখিত ভাবে সমস্ত গাইড রাজর্ষি রায় এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মী অধ্যাপক যারা এই কাজে তাঁকে প্ররম্ব দিয়েছেন, সেই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ করেন। কিন্তু এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কমিটির রিপোর্ট জানানতে না পারায় চলতি বছরের ১০ মে তথ্য জানার অধিকারে দরখাস্ত করেন অধ্যাপিকা। পাশাপাশি, গত ৩১মে শান্তিনিকেতন থানায় অভিযুক্ত গাইড অধ্যাপক রাজর্ষি রায়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের টিক একদিন আগে বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীণ কমিটির রিপোর্টে অধ্যাপিকা হাতে পান। সেখানে কর্মক্ষেত্রে মহিলার শারীরিক নির্যাসের ধার্মা এবং তা থেকে সুরক্ষা প্রদানের উপস্থারার আইনে অধ্যাপক রাজর্ষি রায়কে অভিযুক্ত করা হয়।

পরিবেশ রক্ষায়

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জুন : উত্তরবঙ্গের পরিবেশ সংকেটি ও সমাধানের উপর আলোচনা সভার আয়োজন হল শিলিগুড়িতে। হিমালয়ান নোচার এন্ড এডভেঞ্চার কাউন্ডেশনের তরফে ওই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রবিবার শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর হলে ওই আলোচনা সভার আয়োজন হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেন, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ বিশিষ্ট পরিবেশ বিদরা। এদিনের আলোচনা সভায় মূলত উত্তরবঙ্গের সবুজ পরিবেশ রক্ষা ও বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা হয়। অনাদিকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে প্রকৃতি বাঁচাও ভবিষ্যৎ বাঁচাও স্লোগান নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে গরুমরা পর্যন্ত একটি সাইকেল র্যালি বের করা হয়। লাগাম ছাড়া গরমে নাজেহাল শহরের মানুষ। দিন দিন উষ্ণতা যেন বেড়েই চলেছে। অব্যাহে গাছ কাটার ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন লাগিয়ে বাড়ছে। পরিবেশ রক্ষায় সেফ নোচার ডেফ ফিউচার এই স্লোগান সামনে রেখে শিলিগুড়ি লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট এবং এয়ার ডিউ মোড় থেকে লাটাগুড়ির গরুমরা অভয়ারগাণ পর্যন্ত এক সাইকেল যাত্রার সূচনা করে উত্তরের পরিবেশ মঞ্চ। আজ সকাল ছটায় ব্লাগ অফ করে এই সাইকেল যাত্রা সূচনা করেন গৌতম দেন এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক রঞ্জন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

আলোচনা সভা

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ জুন : বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে আলোচনা সভা বাঁকুড়ায় । বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে রবিবার এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় কৃচ্চকুচিয়াস্থিত বাঁকুড়া অনুশীলন সমিতির বরনে।বিশ্ব পরিবেশ পরিষদের প্রাক্কালে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহতা, কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করেন অনুশীলন সমিতির সভাপতি রাজকুমার সুরেকা, সম্পাদক প্রদীপ নাগ, কল্যাণ রায়, সহ সভাপতি বিপ্রদাস মিত্রা, সহ সভাপতি প্রশান্ত মুখার্জি। কবিতা পাঠ করে শোনান সমীর কুমার দাস। সম্বলনা করেন সমীর কুমার দাস। বিশ্বকে রক্ষা করতে বৃক্ষরোপণই অন্যতম পথ। বৃক্ষরোপণের উপর জোর দেন সভার আলোচকরা।

সিপিএমে যোগ ২০টি পরিবারের

দূরন্ত বার্তা, চালসা, ৪ জুন : ফের সিপিএমে যোগ দিল নেটেলির ২০টি পরিবার। রবিবার মেটেলি রকের বিধান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাথাচুলকার ডাক্পাাড়ার ডেমধুরা এলাকায় ওই এলাকার ২০টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে লাল ঝান্ডা হাতে তুলে নেয় বলে সিপিএম নেতৃত্ব দাবি করেন। এদিন দলে যোগদনকারীদের হাতে লাল ঝান্ডা পতাকা তুলে দেন সিপিএমের মেটেলি এরিয়া কমিটির সম্পাদক শফিরুজ্জামান আহমেদ, সারা ভারত কৃষক সভার মেটেলি থানা সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান সহ অন্যান্য সিপিএম নেতৃত্ব। এদিন ওই এলাকার বাসিন্দারা তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে বলেন, এলাকায় তৃণমূল মানুষের উন্নয়ন করছে না। একশো দিনের অধিকার টাকা ও দেওয়া হচ্ছে না। সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত সকলে। এর প্রতিবাদেই এদিন তারা সিপিএমে যোগদান করেন। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভাপতি জোসেফ মুন্ডা বলেন, ওই এলাকার বাসিন্দারা আগের থেকেই সিপিএমে ছিল। তৃণমূল থেকে পাঁচ-ছয়টি পরিবার যেতে পারে। হয়তো সিপিএম তাঁদের ভুল বুঝিয়েছে। আমরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবার তৃণমূলে নিয়ে আসব। কারণ উন্নয়ন একমাত্র তৃণমূলই করছে ও করবে।

বিজেপির কটাক্ষ

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ জুন : ট্রেন দুর্ঘটনায় এই রাজ্যের এমন অনেক আছে যারা অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিল তারা আহত হয়েছে অথবা মৃত্যু হয়েছে। কেন অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে হবে যদি এই রাজ্যে শিল্প থাকতো তাহলে এখানকার মানুষদের অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে হত না। রবিবার আলিপুরদুয়ারে বিজেপি ওবসি মোর্চার এক সভায় যোগ দিতে এসে একথা জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বরলা। এদিন জন বরলা আরও জানান রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সাথে শুধু বগড়া করছে মিলেমিশে কাজ করছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু পরিকল্পনার সুবিধা এই রাজ্যের জনগণ কাজে না। এই রাজ্যে কেন্দ্রের বহু পরিকল্পনা লাঘু হচ্ছে না। এদিন জন বরলা আরও জানান, আগামীতে রেলের সাথে মিলে আলিপুরদুারে ২০০ বেডের হাসপাতাল তৈরি হবে। রাজ্য সরকার সহযোগিতা করলে অনেক কাজ করা যায়।

আদিবাসী নেতার আত্মহত্যায় ক্লোজ

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ জুন : মীমাংসার নামে আদিবাসী সমাজের নেতাকে থানায় ডেকে হেনস্থার অভিযোগ। এর জেরে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন আদিবাসী সমাজের মানুষেরা। ভারত জাকাত মার্গি পারাগনা মহলের নেতৃত্বে এবং অন্তর্ভুক্ত রবিবার প্রথাগত অস্ত্র হাতে মিছিল করে গঙ্গাজলঘাটি থানা ঘেরাও করেন আদিবাসীরা। ঘটনার জেরে এদিন দুপুর থেকে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গাজলঘাটি থানা চত্বরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি রাষ্ট্র তৈরি ব্যাপারে একটি স্থানীয় সমস্যায় মীমাংসার জন্য গঙ্গাজলঘাটি থানায় ডেকে পাঠানো হয় স্থানীয় কুইলাপাহাড়ি গ্রামের মাঝি বাবা শিবারতি মুরুমো। অভিযোগ, মীমাংসার নামে মাঝি বাবাকে থানায় ডেকে চন্দন মুখোপাধ্যায় নামের এক পুলিশ

সোঁনাইচন্ডীপুরে দামোদরের বাকি অংশের পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ জুন : বছর দুয়েক আগে ভারী বর্ষায় দামোদরের জলে প্লাবিত হয়েছে গ্রাম। লোকসান হয়েছে প্রায় ৬০০ একর জমির কয়েক লক্ষ টাকার নানান ফসল। তার জেরে মাথায় হাত পড়েছিল ঋণে জর্জরিত চাষীদের। ওই বছরই জল নামতেই দামোদর তীরবর্তী বন্যা বিধ্বস্ত দুর্গাপুর লাগোয়া সোঁনাইচন্ডীপুর গ্রাম সংলগ্ন নদীপাড় বাঁধানোর কাজ শুরু হয়। প্রায় আর্ধেকাংশ পাড় বাঁধানো না হওয়ায় পুরানায় বন্যার আশঙ্কা আতঙ্কে ছিল গোটা গ্রাম। দাবী মেনে সম্প্রতি আবারও নদীর পাড় বাঁধানো শুরু করল দুর্গাপুর সেচ দফতর। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ হওয়ায় শ্রুশী গ্রামবাসীরা। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর শিল্পশহর লাগোয়া দামোদরের নদীর তীরে সোঁনাইচন্ডীপুর। প্রায়ই ৪০টি পরিবারের বসবাস। দুর্গাপুর লাগোয়া হলেও বাঁকুড়া জেলার মন্ডিগা রুকের অধীনে গ্রামটি। দামোদরের তীরে মানাচরে চাষবাসই জীবনজীবিকা। দামোদরের চরে প্রায় ৬০০ একর জমিকে চাষ উপযোগী করে তুলেছে। ছাঁই বালি মাটিতে ফলছে সোনার ফসল। মূলত সারা বছরই সজি চাষ বেশী হয়। সরষে, ধনে, মুলো, গাজর, টিট, পালং শাক, বেগুন, ভুট্টা, পেপে, কুল, কলা, বিভিন্ন ধরনের কপি, ভেড়স, পটল, বাদাম নানান চাষে নজির রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় পাম্প বসিয়ে সেচের জল ব্যবহার করে। উৎপন্ন সজির বাজার দুর্গাপুর বেনাচিতি, স্টেশন বাজার, চিদ্দাস ও মামড়া বাজার। কৃষির ওপর নির্ভরশীল গ্রামবাসীরা। মতুরা সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও বছরে একবার ধুমধাম করে কালি পূজা করে। বছর দুয়েক আগে ঘূর্ণীঝড়, নিম্নচাপের ভারী বর্ষায় দামোদর উত্তাল হয়ে ওঠে। আর তার জেরে দামোদরের জলে প্লাবিত গোটা সোঁনাইচন্ডীপুর গ্রাম। জলের তলয় প্রায় ৬০০ একর চাষ জমি তলিয়ে যায়। নষ্ট হয়েছে বাদাম চাষে। তার পরও নষ্ট হয় ভুট্টা, বেগুন, পটল, করলা, শসা, ঝিঙে চাষে বাপক ক্ষতি হয়েছে। জল জমে পড়ে নষ্ট হয়েছে ভুট্টা, পটল সহ

অ্যাডমিট কার্ডে উল্লেখ রয়েছে পুরুষ

কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা দিতে পারলেন না সামশেরগঞ্জের টুম্পা



দূরন্ত বার্তা, মূর্শিদাবাদ, ৪ জুন : অ্যাডমিট কার্ডে বদলে গিয়েছে লিঙ্গ। ফিমেলের জায়গায় মেল! অ্যাডমিটে সামান্য তুলে কনস্টেবল পদের পরীক্ষায় বসতে না পেরে কামায় ভেঙে পড়লেন সামশেরগঞ্জের পরীক্ষার্থী। সূত্রের খবর, টুম্পা মার্জিত নামে ওই পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ডে স্ত্রী লিঙ্গের জায়গায় পুরুষ করা রয়েছে। বাকি সমস্ত বিষয় ঠিক থাকলেও এই ত্রুেলের জন্য কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদের পরীক্ষায় বসতে পারলেন না টুম্পা। চোখ ভিজল জলে। এখানে পরীক্ষা দিতে আসার আগে বিষয়টি লক্ষ্য করেননি তিনি। ওই অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে গেলে বাধা দেন গার্ডরা। তখন তিনি দেখেন অ্যাডমিট কার্ডে ফিমেলের জায়গায় লেখা রয়েছে মেল। রবিবার মূর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানা এলাকার পঞ্চগ্রাম আইএনএ হাইস্কুলে পড়েছিল তাঁর সিটি। কতগুলো বক্সি অঞ্চল থেকে সামশেরগঞ্জে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু, প্রত্যন্ত অঞ্চ থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েও শেষ পর্যন্ত দিতে পারলেন না পরীক্ষা। সমস্যার কথা স্কুলের ডেনু ইনচার্জ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কঠোরের জানিয়েও লাভ হল না কিছুই। কোনওভাবেই সেপ্টারে ঢুকতে পারলেন না তিনি। সাফ জানিয়ে দেওয়া হল এই অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে কোনওভাবেই পরীক্ষায় বসা যায় না। শেষে স্কুলের দরজায় দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে দেখা গেল ওই পরীক্ষার্থীকে। টুম্পা মার্জিত বললেন, ওরই অ্যাডমিট কার্ডে ফিমেলের জায়গায় মেল করে দিয়েছে। এখন আমাকে ঢুকতে দিল না। আমি তো সাইবার ক্যাফে থেকে ফর্ম ফিলিপ করে দিয়েছিলাম। ইমেল এসেছিল, আমি খেয়াল করিনি। এখন দেখছি এসব হয়ে গিয়েছে। আমি পরীক্ষাটা শুধু দিতে চেয়েছিলাম। বাতিল হোক, যাই হোক আমি পরীক্ষাটা দিতে চেয়েছি শুধু।

নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ জুন : ভর সন্ধ্যায় অষ্টম শ্রেণীর এক নাবালিকা ছাত্রীকে আমবাগান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে উঠল প্রতিবেদী এক যুবকের বিরুদ্ধে। ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় স্কুল ছাত্রীকে বেধড়ক মারায়ের করার পাশাপাশি প্রাণে মারার চেষ্টারও অভিযোগ উঠল ওই অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে। বর্তমানে ওই স্কুলছাত্রী চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে। আক্রান্ত স্কুলছাত্রী স্থানীয় হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায় পুরাতন মালদা থানার সাহাপুরের আমজাতপুর এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশেই আম বাগানে গিয়েছিল দিচ্ছিলেন ওই স্কুল ছাত্রী। সেই সময় পিছন দিক থেকে অভিযুক্ত রাজু সেখ নামে এক যুবক ওই স্কুলছাত্রীকে মুখ ঝেঁসে তুলে নিয়ে যায় মহানন্দা নদীর ধারে। সেইখানে জোরপূর্বক ওই স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে অভিযুক্ত যুেক। ধর্ষণে বাধা পাওয়ার ফলে ওই স্কুল ছাত্রীকে অভিযুক্ত যুবক বেধড়ক মারায়ের করে ও প্রাণে মারার চেষ্টাও করে। ওই স্কুল ছাত্রী চিকিার শুরু করলে অভিযুক্ত যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর রাতেই পুরো ঘটনা পরিবারের সদস্যদের জানায় নাবালিকা ছাত্রীটি এই বিষয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুরানো মালদা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। স্কুল ছাত্রীকে আজ সকালে নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে ওই স্কুল ছাত্রী। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

সরবরকম সজি। তার দরুন প্রচুর লোকসান হয় চাষীদের।

গ্রামবাসীদের দুর্দশার খবর খবর করলে সজি হতেই নড়ে চড়ে বসে রাজ্য সেচ দফতর। ওই বছরই প্রায় ১২০০ মিটার নদীর পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু করে। শাল বল্লি দিয়ে নদীর পাড়ে বেড়া তৈরী করা হয়। তারপর ফ্রেট ও হাইডেনডিট পলি ব্যাগ মাটি বালি ভর্তি করে বসানো হয়। তাতে নদীর পাড় অনেকটাই মজবুত হয়। এবং জলস্রোত ওই বাঁধানো পাড়ে সেরকম কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু, তারপরও বাকি ছিল প্রায় আরও ১১০০ মিটার। যার ফলে আবার দামোদরের জলস্রোতের প্লাবনের আশঙ্কায় ছিল গোটা গ্রাম। বন্যার আশঙ্কায় আবারও নদীর পাড় বাঁধানোর আবেদন করে গ্রামবাসীরা। একইসঙ্গে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ দামোদরের পাড় বাঁধানোর আবেদন করে। স্থানীয় চাষী হরেন তালুকদার, দুলাল মাহালি, আনন্দ বিশ্বাস প্রমুখ জানান, ধার নোয়া করে চাষ করি। ওই বছর বাদাম প্রচুর লোকসান হয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই প্লাবনের শঙ্কা থাকে। চাষের ক্ষতি লোকসানও হয়। বন্যায় নষ্ট হয়ে যায় মাঠ ভর্তি সজি। তাই নদীর বাকি অংশের পাড় বাঁধানোর আবেদন করছেছিলাম। বন্যা বিধ্বস্ত গ্রামের দুর্দশার খবর আবারও প্রকাশিত হতেই নড়ে চড়ে বসে রাজ্য সেচ দফতর। গ্রামে দক্ষায় দক্ষায় পরিদর্শনে ছুটে যায় দুর্গাপুর সেচ দফতরের আধিকারিকরা। সামনেই রাজ্যে ত্রিভরীয় পঞ্চায়েত ভেট। তার আগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সোঁনাইচন্ডীপুর লাগোয়া দামোদরের পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু হয়। গত কয়েকদিন ধরে চলছে নদীর পাড়ে বেড়া হচ্ছে। তারপর ফ্রেট ও হাইডেনডিট পলি ব্যাগ মাটি বালি ভর্তি করে বসানো হবে। তারপর আরও বাকি অংশ কাজ শুরু হবে। এদিকে নদীর পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু হওয়ায় শ্রুশী সোঁনাইচন্ডীপুরবাসী।

হাতির হামলায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে চা বাগান

দূরন্ত বার্তা, গরুঝাণ, ৪ জুন : হাতির দলের হামলায় ক্ষতির মুখে কালিঙ্গপং জেলার গরুঝাণ রুকের লোয়ার ফাণ্ড চা বাগান। শনিবার রাতে ফাণ্ড চা বাগানে ঢুকে দাপিয়ে বেড়ায় হাতির পাল। হাতির তাণ্ডরে প্রায় দেড়শোর মতো চা বাগান উপড়ে গিয়েছে। পা দিয়ে পিয়ে বহু গাছের ক্ষতি করেছে হাতি। এছাড়া চা বাগানে লাগানো ছায়া গাছও ক্ষতির মুখে পড়েছে। চা বাগানে তাণ্ডা চালিয়ে হাতির দলটি ভূঁটাবাড়ি চা বাগানে ফিরে যায়। রবিবার বাগান ম্যানেজার রাজকুমার গোস্বামী বলেন, রাতে বাগানে বৃষ্টি হচ্ছিল। হাতির দলের হানায় মূলত ছোট চা গাছই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি। কালিঙ্গপং বন বিভাগ অবশ্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ব্যাশ্চা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে। কালিঙ্গপং বন বিভাগের নেওড়া রেঞ্জের আধিকারিক বিকাশ দর্জি জানান, লোয়ার ফাণ্ড চা বাগান এমনিতেই বুনে হাতি চলাচলের করিডরের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। আমাদের আধিকারিক এবং কর্মীরা বাগান পরিদর্শন করেছেন। নজরদারিও রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি চিহ্নাঙ্জনক নয়।

Name Change
I M BALACHANDRAN S/O S MUTHUCHELLAM R/O 26R D.P.P. ROAD,NAKTALA, KOLKATA -700047 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS M U T H U C H E L L A M BALACHANDRAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT, KOLKATA ON 02/06/ 2023.

Name Change
I SAID KUMAR RAI AND SAHIT RAI, S/O BIR BHADRAHAI, R/O OKAYTI NO 9, OKAITY TEA GARDEN, MIRIK- 734214, DARJEELING, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWNAS SAHID KUMAR RAI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/06/2023.

Name Change
I PRESILA LOPCHAN, D/O GOPAL TAMANG,R/O. WARD NO 5, KRISHNANAGAR, MIRIK-734214,DARJEELING, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BEKNOWNAS PRESILA TAMANG, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/06/2023.

Name Change
I JULFIKAR ALI BISWAS, S/O NAZRUL ISLAM BISWAS, R/O VILL UTTARMARAPUR, KHOLAPOTA, P.O. KHOLAPOTA, P.S. BASIRHAT, DIST 24 PARGANAS NORTH, PIN- 743428, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JULFIKAR BISWAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/06/2023.

Name Change
IARKATAPA CHAUDHURI D/O DIBAKAR BISUIW/O BAPPADITYA CHAUDHURI R/O SILVER ESTATE,FLAT NO- 303,NAZRUL SARANI,DOLTA LA GANGANAGAR, MADHYAMANG, NORTH 24 PARGANAS-700132, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARKATAPA CHAUDHURI KISHOR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/06/2023.ARKATAPA CHAUDHURI AND ARKATAPA CHAUDHURI BISUI ONE AND SAME INDIDENTAL PERSON.

অজি শিবিরে আতঙ্কের নাম বিরাট কোহলি

লন্ডন, ৪ জুন : অহিসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ এর ফাইনাল ম্যাচটি ৭ জুন থেকে লন্ডনের ওভালে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে খেলা হবে। এই ম্যাচের আগে ভারতীয় ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলিকে নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান দল। অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়া প্রায়শই বড় ম্যাচের আগে কোনও ব্যাটসম্যানকে নিয়ে বিবৃতি দিয়ে থাকেন যে কোন ব্যাটসম্যান তাদের সমস্যা ফেলতে পারে। ডব্লিউসি ২০২৩ ফাইনালের আগে, অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, সহ-অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ, ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার, অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন, ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্ক, মার্নাস ল্যাবুশেন এবং উসমান খোয়াজা বিরাট কোহলি সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছেন। অহিসিসির সঙ্গে কথা বলার সময় সকলেই বিরাট কোহলির প্রশংসা করেছেন। সকলেই বিরাট কোহলি সম্পর্কে আলাদা আলাদা মত বর্ণনা করেছেন। বিরাট কোহলি সম্পর্কে স্টিভ স্মিথ বলেছেন, তিনি একজন সুপারস্টার এবং তিনি আমাদের বিরুদ্ধে খেলতে পছন্দ করেন। একই সঙ্গে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বলেছেন, প্রতিযোগিতার জন্য তিনি সবসময় প্রস্তুত থাকেন। ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার বিরাট সম্পর্কে বলেছেন, তার কভার ড্রাইভ খেলা অবিশ্বাস্য। একই সময়ে, মার্নাস ল্যাবুশেন তাকে একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন তাকে ভারতের ম্যান বলে অভিহিত করেছেন, যখন বাহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক তাকে একজন দক্ষ ব্যাটসম্যান হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে বিরাট কোহলি দীর্ঘদিন ধরে রাজত্ব করেছেন এবং ভারতীয় ব্যাটিং মিডল অর্ডারের মেরুদণ্ড। ক্যাপ্টান দলের বাহাতি ব্যাটসম্যান উসমান খোয়াজা তাকে প্রতিযোগী বলে বর্ণনা করেছেন। এখন দোমার বিষয় ডব্লিউসি ফাইনালে বিরাটের পারফরম্যান্স কেনম হয়।

মাত্র ১২ সেকেন্ড

লন্ডন, ৪ জুন : শনিবার ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে ২-১ ব্যবধানে ম্যাচ জিতল ম্যানচেস্টার সিটি। ম্যাচ জিতে ক্যাপের দখল নিয়েছে তারা। এফএ কাপ জিতে ত্রিমুকুট জয়ের দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেল পেপ গুয়াদিওলার হাঙ্গেরী। শুধু এফএ কাপ জয় বা ত্রিমুকুট জয়ে এগিয়ে যাওয়া নয়। এফএ কাপের ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুততম গোলের রেকর্ড করলেন ম্যান সিটির খেলোয়াড় ইস্কে গুন্ডোগান। ম্যাচ শুরুর মাত্র ১২ সেকেন্ডের মধ্যে বিপক্ষ দলের গোলে বল জড়িয়ে দেন তিনি। এর আগে সবচেয়ে দ্রুততম গোলের অধিকারী ছিলেন লুইস সাহা। ২০০৯ সালে এভারটনের হয়ে চেলসির বিপক্ষে ২৫ সেকেন্ডে গোল করেন। এদিনের ম্যাচের শুরু থেকেই অনেকটা এগিয়েছিল ম্যান সিটি। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা সব দিক থেকেই এগিয়ে রেখেছিলেন তাদের। একে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি তার ওপর চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ হওয়ার ম্যাচ। ফলে কোনও পক্ষই নিজেদের এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। ম্যাচের আগের দিন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হ্যাক জানিয়েছিলেন, ম্যান সিটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে তার দলের। কিন্তু ম্যাচ শুরুর ১২ সেকেন্ডের মধ্যে এগিয়ে যায় ম্যান সিটি। কেভিন ডি ব্রুন্ডের থেকে পাস পেয়ে দুরন্ত গোল করেন গুন্ডোগান।

পরাজয় দিয়ে পিএসজি অধ্যায় শেষ মেসির

প্যারিস, ৪ জুন : পিএসজির জার্সি গায়ে শেষবারের মতো মাঠে নামলেন লিওনেল মেসি। তবে শেষটা ভালো হল না মেসির। লিগ শিরোপা জিতলেও জয় দিয়ে পিএসজি অধ্যায়ের শেষ করতে পারলেন না আর্জেন্টিনার সুপার স্টার। ক্রেমেন্টের কাছে হেরে গেছে পিএসজি। ফলে পিএসজির জার্সিতে মেসির শেষ ম্যাচটা মেসিভক্তদের মনের মতো হল না। শনিবার (৩ জুন) লিগ ওয়ানের খেলায় ক্রেমেন্টের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে হেরে গেল পিএসজি। সার্জিও রামোস ও কিলিয়ান এমবাপের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর তিন গোল হজম করে ক্রিস্তফ গালতিয়েরের দল। সফরকারী ক্রেমেন্টের হয়ে গোল তিনটি করেন জোহান গাল্টিয়েন, মেহদি জেফকান ও গ্রিজন কেয়েই। শুক্রবারই পিএসজির কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের নিশ্চিত করেছিলেন, ক্রেমেন্টের বিপক্ষে ম্যাচটিই পিএসজির জার্সিতে মেসির শেষ ম্যাচ হতে চলবে। কিছুদিন থেকেই গুঞ্জন ছিল পিএসজির সঙ্গে আর চুক্তি নবায়ন করবেন না মেসি। অবশেষে সে গুঞ্জনই সত্য হল। প্যারিসিয়ানদের জার্সিতে শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন ৩৫ বছর বয়সি মহাতারকা।

শেষ হল পিএসজিতে মেসির দুই বছরের অধ্যায়। নিজেদের মাঠে এদিন শুরুতেই গোল খেয়েছিল পিএসজি। পঞ্চম মিনিটে ফরাসি ফরোয়ার্ড গ্রিজন কেয়েই পিএসজির জালে বল জড়ান। কিন্তু হ্যান্ডবলের কারণে গোালটি বাতিল হয়। তবে দ্রুতই ম্যাচের লাগাম নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় পিএসজি। ম্যাচের নয় মিনিটে মেসির শট বাটিয়ে দেন ক্রেমেন্টের গোলরক্ষক। তবে গোলের জন্য বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি পিএসজিকে। ম্যাচের ১৬ মিনিটে সার্জিও রামোস হেডে গোল করে এগিয়ে দেন পিএসজিকে। মেসির পাস থেকে বল পেয়ে ডিফেন্ড ক্রস করেন ডিভিনিয়ান। হেডে বলটি জালে পাঠাতে বেগ পেতে হয়নি স্প্যানিশ ডিফেন্ডরের। ম্যাচের ২১ মিনিটে ডি'নান্সি থেকে গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে। এটি এবারের লিগে তার ২৯তম গোলা। এর তিন মিনিট পরই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে পিএসজি। ব্যাকপাসের মেলা বসিয়েছিল তারা। ডেরান্তির তেমনই একটি দুর্বল ব্যাকপাস ধরে জালে বল পাঠান জোহান গাল্টিয়েন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সমতায় ফেরে সফরকারী ক্রেমেন্ট। মহম্মদ চামের শট ঠিকমতো ফেরাতে ব্যর্থ হন পিএসজির গোলরক্ষক



দোনাক্ষম্মা, ছুটে গিয়ে বল জালে জড়ান মেহদি জেফকান। এরপর খেলার ধারার বিপরীতেই ৬৩ মিনিটে কেয়েইয়ের গোলে এগিয়ে যায় ক্রেমেন্ট। এলবাসান রাশনির চমৎকার ক্রসে দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে জাল খুঁজে নেন এই ফরাসি। এরপর মরিয়া হয়ে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করেও সফল হয়নি পিএসজি। ম্যাচের অন্তিম সময়ে দলকে পয়েন্ট এনে দেওয়ার সুযোগ এসেছিল লিওনেল মেসির সান্তনে। কিন্তু তার দারুণ ক্রি-কিক ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। বিষ্ময়ে বিমুত হয়ে যান পিএসজির মহাতারকা। হার লিয়ে শেষ হল পিএসজির এই মরশুম। ৬৮ ম্যাচে ৮৫ পয়েন্ট দিয়ে মরশুম শেষ করল চ্যাম্পিয়ন দলটি। এদিন পিএসজির কারেরা জার্সির পেছনেই নিজের নাম লেখা ছিল না। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত স্প্যানিশ গোলরক্ষক সার্জিও রিকোর জার্সি নাম লেখা ছিল সবার জার্সিতে। সেই সঙ্গে ম্যাচের আগে সমর্থকদের বলা হয়েছিল রিকোর ১৬ নম্বর জার্সির স্মরণে যোড়শ মিনিটে তার নাম ধরে স্লোগান দিতে। সমর্থকদের স্লোগানের সে সময়েই গোালটি করেন রামোস।

লন্ডন, ৪ জুন : টেস্টের সেরার শিরোপার জন্য লড়াই। আগামী ৭ জুন থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ওভালে খেতাব জয়ের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ মুকুটের জন্য লড়াই। গত দুই বছর ধরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরিসমাণ্ডি হবে আগামী সপ্তাহেই। সাদা জার্সিতে লাল বলের ক্রিকেটে সেরা দল পেয়ে যাবে ক্রিকেট বিশ্ব। বিগত কয়েক বছর ধরেই টেস্ট ক্রিকেটে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। অহিসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সংস্করণে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। তবে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে ট্রফি অধরাই থাকে টিম ইন্ডিয়ায়।এবারও ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ফাইনালে জয়গা করে নিয়েছে রোহিত শর্মার দল। ট্রফি এবং ভারতীয় দলের মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটা ম্যাচের। ২০১৩ সালের পর থেকে অহিসিসি ট্রফি অধরাই রয়েছে টিম ইন্ডিয়ায়। দেশে-বিদেশে ভালো খেললেও আইসিসির খেতাব জিততে পারেনি ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সেই অধরা খেতাব জয় করার লক্ষ্য নিয়ে নামছে ভারতীয় দল। অন্যদিকে এই প্রথমবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম সংস্করণে তারা ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়। এবার কিন্তু বলতে গেলে অনায়াসেই ফাইনালে জয়গা করে নিয়েছে অজিরা। একদিনের ক্রিকেটে পাঁচবার বিশ্বসেরা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফিও তাদের ঘরে রয়েছে। তাদের সাফল্যের মুকুটে একমাত্র নেই অহিসিসির বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাবটাই। প্যাট কামিলের দল মরিয়া অধরা খেতাব ঘরে তুলতে। বিগত কয়েক বছরের ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের পরিসংখ্যান যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে ভারত কিন্তু অজিদের বিরুদ্ধে ব্যবহারই আধিপত্য বিস্তার করেছে। ডনের দেশে হোক বা ঘরের মাঠে বর্ডার গাভাসকর ট্রফি জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। এমনকি শেষ সিরিজও জয় পেয়েছে ভারতই। বর্ডার গাভাস্কর ট্রফির চার ম্যাচের এই সিরিজ ২-১ ফলে জিতে ওভালের টিকিট নিশ্চিত



করে নেয় রোহিত শর্মার দল। তবে সেইসব এখন অতীত, ফাইনাল সবসময় শূন্য থেকে শুরু হয়। তবে একটা বিষয় পরিস্কার। এবার কিন্তু নতুন চ্যাম্পিয়ন পাবে টেস্ট ক্রিকেট। ওভালে ফাইনাল ম্যাচ যে দল জিতবে, তারাই আগামী দুবছরের জন্য টেস্ট ক্রিকেটে সেরা দল হিসেবে নির্বাচিত হবে। সাদা জার্সিতে লাল বলের ক্রিকেটে সিংহাসনে থাকবে তাঁরাই। তাই শুধু টেস্ট ক্রিকেটের মুকুটের জন্য নয়, একইসঙ্গে লাল বলের ক্রিকেটে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়েও নামবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। এদিকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খিঁরে উত্তেজনার পারদ এখন তুঙ্গে। দুই দলই লন্ডনে

পৌঁছে জোরদার অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। ভারত প্রথম সংস্করণের ফাইনালে উঠেও জিততে পারেনি। রানার্স হয়েই সঙ্কট থাকতে হয়েছিল। তাই এ বার টিম ইন্ডিয়া শিরোপা জিততে মরিয়া। তবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে লড়াইটা মোটেও সহজ হবে না। আইপিএল শেষ হওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে যোগ দিয়েছে সব ক্রিকেটারই। অজি বধ করার সব রকম অস্ত্রে শান দিয়ে চলেছে ভারত। তাদের প্র্যাক্টিসে অভিনবত্বের ছোঁয়াও দেখা যাচ্ছে। ফিল্ডিং প্র্যাক্টিসের সময় বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, অতমন গিলদের দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রংয়ের বলে ক্যাচিংয়ের অনুশীলন করতে। কখনও সেটা লাল বল,

তো কখনও সবুজ বা নীল বলে ক্যাচ ধরছেন ক্রিকেটারেরা। দেখতেও বেশ চমকপ্রদ লাগছে। বলগুলি আবার রাবারের। তাই তুলনায় বেশ নরম। হাতে পড়ে বাউন্সও বেশি করে। এই ধরনের প্র্যাক্টিসের রহস্যটা কী? জানা গিয়েছে, এর পিছনে রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত কারণ। এই বলগুলি বিশেষ রাবারের তৈরি। গলি ক্রিকেটে যে ধরনের বল দেখা যায়, তা নয়। ফিল্ডিং অনুশীলনের জন্য এই বল তৈরি করা হয়। এই বলগুলিকে বলা হয় রিঅ্যাকশন বল। বিশেষ কিছু দেশে এই বলে ফিল্ডিং প্র্যাক্টিস করানো হয়। যেমন ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডে। যেখানে হাওয়া বেশি দেয়। সঙ্গে ঠান্ডা থাকে। তাই বল শেষ মুহূর্তে বাক পেতে পারে। রঙিন বলে ক্যাচিং অনুশীলন করলে রিস্কলস অনেক ভাল হয়। এতে শেষ মুহূর্তে থোকা খাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বিশেষ করে স্লিপ ও উইকেটের পিছনের ক্যাচিংয়ের অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ দিকে অস্ট্রেলিয়ার নজরও রয়েছে ভারতের সব ধরনের কৌশলের দিকে। তারা কী ধরনের প্র্যাক্টিস করছে, কী টিম তৈরি করতে পারে, বোলিং বিভাগে কারা থাকছে, এই নিয়ে নিয়মিত যে আলোচনা হচ্ছে, সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন অজিদের সহকারী কোচ ডানিয়েল ডেত্তোর। আসলে ভারতের ব্যাটিং লাইন-আপ মোটামুটি ভাবে একই থাকবে। কিন্তু বোলিং কী হবে, তা নিয়ে চর্চা রয়েছে। ডেত্তোর বলেছেন, আমরা ভারতের বোলিং নিয়ে আলোচনা করছি। আমি মনে করি, জাদেজাই খেলবে। কারণ ও ব্যাটসিটা অনেক ভালো করে। হয়ে নেমে সফল হয়েছে। দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে। ফলে জাদেজাই এগিয়ে থাকবে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, চতুর্থ পেসার এবং অলরাউন্ডার (শাদুল) ঠাকুর এবং অশ্বিনকে খিঁরে। ওরা (দু'জনেই) দলে থাকার দাবীদার। রবিব্রদ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাদেজা ভারতে অনুষ্ঠিত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে ২৫ এবং ২২টি করে উইকেট নিয়েছিলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান থিঙ্ক টাঙ্ক মনে করে যে, ভারতের টিম কম্বিনেশনের কারণে একাংশে নাও থাকতে পারেন অশ্বিন।

ত্রিপুরাকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ক্লুজনার

আগরতলা, ৪ জুন : দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন আক্রমণাত্মক ব্যাটার ও মিডিয়ান পেসার লাস ক্লুজনার। কিছুদিন আগেই ত্রিপুরা ক্রিকেট দলের কোচ হয়েছেন। গত মাস থেকেই শোনা যাচ্ছিল ঋদ্ধিমান, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়দের কোচ হতে চলেছেন এই কিংবদন্তি। অবশেষে সেই সম্ভাবনাই সত্যি হয়েছে। ত্রিপুরা দলের যুগ্ম কোচ হয়েছেন ক্লুজনার। ঋদ্ধিদের কোচ হয়েই কলকাতায় ঘুরে গিয়েছেন তিনি। তবে ত্রিপুরা দল যে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে অনেকটাই ব্যাকফুটে তা ভালো করেই জানেন ক্লুজনার। কিন্তু তা নিয়ে একেবারেই ভাবছেন না দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন এই ক্রিকেটার। বরং ত্রিপুরার ক্রিকেটের উন্নতি করাই চ্যালেঞ্জ তাঁর কাছে। লাস ক্লুজনার পরিচিত ছিলেন নিজের আক্রমাত্মক ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের জন্য। তাঁর সুইং ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। ঋদ্ধিদের কোচ হওয়ার পর তিনি বলেন, বড় শহরগুলি পরিকাঠামোর দিক থেকে উন্নত থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিভা এবং অধ্যবসায়ের জেরে অনেকে বড় শহরের ক্রিকেটারদের থেকে বড় কিছু করতে পারে বড়ো রাজ্য। আমরা ক্রিকেটারদের সঠিক পথ এবং সমর্থন করতে পারি। কিন্তু আসল বিষয়টা ডেভের থেকেই আসে। তিনি আরও জানান, ক্রিকেটার, কোচ বা আশ্পায়ার যাকে প্রয়োজন তাকে অরুপ্রাণিত করতে এবং সমর্থন করতে চান। এই বিষয়ে প্রাক্তন এই দক্ষিণ আফ্রিকান কিংবদন্তি বলেন, আমি সব দলকে সমর্থন করার জন্য এসেছি।

একটি ছোট জায়গা থেকে এসে যে কেউ দেশের প্রতিনিধিত্ব করা কঠিন বলে মনে করতে পারে। ছোট জায়গা থেকে আসার চ্যালেঞ্জ আমি বুঝি। আমি এমএস ধোনি এবং আরও অনেকের মুখোমুখি হয়েছি যারা ছোট রাজ্য থেকেই এসেছে। এই কারণেই আমি এখানে এসেছি। তাদের সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে সহায়তা করার জন্য। সম্প্রতি ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন তাদের অনূর্ধ্ব-১৯, অনূর্ধ্ব-১৬, অনূর্ধ্ব-১৫ এবং সিনিয়র দলের কোচের জন্য আবেদনের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেখানে প্রচুর প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং কোচেরা নিজেদের আবেদন করেন। তাদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে তারা লাস ক্লুজনার, প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার এবং শ্রীলঙ্কার কোচ ডাভ হোয়াটমোরকে বেছে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লুজনারকেই আপাতত ১০০ দিনের কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই বিষয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট সংস্থার সহ সভাপতি তিমির চন্দ্র বলেন, ডাভ নিজের কিছু ব্যক্তিগত কাজের জন্য শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্ব নিতে পারেনি। তারপর আমরা যোগাযোগ করি ক্লুজনারের সঙ্গে। ও ১০০ দিনের কোচের দায়িত্ব নিয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আফগানিস্তানের দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ফলে আমরা ভালো কিছু আশা করছি। বাংলা ছেড়ে ঋদ্ধিমান সাহা, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়রা যোগ দেওয়ার পর ক্লুজনারের কাছে হয়ে আসা ত্রিপুরা ক্রিকেটে আরও উন্নতি ঘটতে সহায়ক হবে বলে আশাবাদী ক্রীড়া মহল।

চোটে ছিটকে গেলেন জস হাজেলউড

লন্ডন, ৪ জুন : আইপিএলে চোট পাওয়ার পরই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তাও আশা ছাড়েনি অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু শেষপর্যন্ত সত্যি হল আশঙ্কা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার জস হাজেলউড। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে মাইকেল নেসারের নাম ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড। সেই পরিস্থিতিতে মেগা ফাইনালের প্রথম একাদশে স্কট বোল্যান্ডের জায়গা কাব্‌ত নিশ্চিত হয়ে গেল। যে মেগা ফাইনাল আগামী ৭ জুন থেকে ওভালে শুরু হবে। তবে অ্যাসেসজের প্রথম টেস্টে হাজেলউডকে মাঠে নামানোর আশাবাদী অজিরা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ঠিক পরেই যে লড়াই শুরু হবে (আগামী ১৬ জুন থেকে)। রবিবার অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের মুখ্য নির্বাচক জর্জ বেইলি বলেন, সবুজ সংকেত

খেলোছেন। ২০২১ সালের গোড়ার দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে পরপর দুটি টেস্টে খেলেননি। নেসারকে যে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের স্টোটার পিছনে কাউন্টি ক্রিকেটের অবদান কম নয়। সম্প্রতি গ্ল্যামরগানের হয়ে দারুণ ফর্মে আছেন ৬৩ বছরের ডানহাতি পেসার। তবে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এবং মিচেল স্টার্কের সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম একাদশে সম্ভবত জয়গা পাবেন না। বরং প্রথম একাদশে টোকার দৌড়ে এগিয়ে আছেন বর্ষিয়ান বোল্যান্ড। যিনি ভারত সফরে খুব একটা খারপ বোলিং করেননি। তবে একটি মহলের ধারণা, ইংল্যান্ডের মাটিতে সম্প্রতি বোলিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকায় এবং সাফল্য। রক্ষণে নেসারকেও প্রথম একাদশে নেওয়া হতে পারে।

রিয়াল অধ্যায় শেষ করলেন করিম বেনজেরা



মাদ্রিদ, ৪ জুন : শনিবার রাতেই পিএসজি অধ্যায় শেষ হয়েছে মেসির। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই রিফোরশন ঘটানেন করিম বেঞ্জিমা। মরসুমে শেষেই রিয়াল ছাড়লেন ঘরের ছেলে। রবিবার সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল রিয়ালের পক্ষ থেকে। এক বিবৃতিতে রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদে করিম বেনজেরার কেরিয়ার হচ্ছে সুন্দর আচরণ ও পেশাদারির দারুণ উদাহরণ। তিনি ক্লাবের মূল্যবোধেরও প্রতিনিধিত্ব। করিম বেনজেরা নিজের ভবিষ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একইসঙ্গে এই স্প্যানিশ ক্লাবের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে করিম বেনজেরার সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। বেনজেরা দুর্দান্ত ও মনে রাখার মতো সময় কাটিয়েছে আমাদের ক্লাবে। ক্লাব এবং বেনজেরা এই সুন্দর সম্পর্ক সমাপ্তি টানার ব্যাপারে একমত হয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ ক্লাবের অন্যতম কিংবদন্তিকে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। রিয়ালের স্বর্ণযুগের অন্যতম কাণ্ডারি ফরাসি স্ট্রাইকার। রিয়ালের হয়ে পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন। গত বছর পঞ্চম ট্রফিটি জেতেন। সেই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি গোলও ছিল তাঁর। এ ছাড়া ৫টি ক্লাব বিশ্বকাপ, ৪টি ইউরোপিয়ান সুপার কাপ, ৪টি লা লিগা, ৬টি কিংস কাপ এবং ৪টি স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছেন তিনি। গত বছর বার্সা দ্যর পুরস্কার পেয়েছে। পাশাপাশি উয়েফার বর্ষসেরা ফুটবলারও হয়েছেন। রোনাল্ডো দল ছাড়ার পর রিয়াল আক্রমণের কাণ্ডারি হন ফরাসি ফরোয়ার্ড। সাম্প্রতিক সময়ে রিয়ালের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল ছিল ২০২১-২২ মরসুমে। এক বছর আগে দলকে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়েছিলেন। সব প্রতিযোগিতা দিলিয়ে ৪৬ ম্যাচে তিনি গোল করেন ৪৪টি। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১৫টি এবং যার ১০টিই নকআউট পর্বে। কয়েক দিন ধরেই রিয়াল স্ট্রাইকারের দল ছাড়া নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। যদিও রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলোত্তি বেনজেরার রিয়ালে থেকে যাওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিয়াল বেনজেরা

সম্পর্কের সূতা ছিড়ে গেল একটি বিবৃতিতেই। আগামী মঙ্গলবার ক্লাবের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বেনজেরাকে বিদায় জানানো রিয়াল। রিয়াল মাদ্রিদ স্পোর্টস সিটিতে ওই অনুষ্ঠানে রিয়াল প্রেসিডেন্টে ওঁ ব্রেন্ডেন্তিনো পেরেজ উপস্থিত থাকবেন বলেও জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। ফরাসি স্ট্রাইকারের পরের গন্তব্য নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ছেন আরও দুই ফুটবলার। শনিবারই মার্কো আন্ডেনসিয়ো এবং মারিয়ানা দিয়াজেের ক্লাব ছাড়ার কথা জানানো হয়েছে।

বাগান ছেড়ে বেঙ্গালুরু এফসিতে স্লাভকো

ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন বিজয়নপুত্র

কলকাতা, ৪ জুন : বড় ম্যাচে গোল করেছিলেন, রক্ষণে নির্ভরতাও দিয়েছিলেন। তবু নতুন মরসুমে মোহনবাগানে বাতিঘের তালিকায় পড়লেন স্লাভকো ডামজমোভিচ। যুগোশ্লাভিয়ার এই ডিফেন্ডারকে ছেড়ে দিল সবুজ বেরুনা। স্লাভকোকে আগামী মরসুমে খেলতে দেখা যেতে পারে ব্যাঙ্গালোর এফসিতেই। কথা বার্তা প্রায় চূড়ান্ত হয়েই গিয়েছে। কলকাতা ডার্বিতে গোল করার পর আর কিরে তাকাতে হয়নি ময়দানে তখনও ‘অপরিস্রিত’ স্লাভকোকে। সঙ্গেসঙ্গেই স্ক্যান-কেভারিট হয়ে যান তিনি। গোয়াতে আইএসএলের মেগা ফাইনালে স্লাভকো। নির্বিঘ্ন করে দিয়েছিলেন বেঙ্গালুরুর দুই তারকা ফরোয়ার্ড সুনীল ছেত্রী এবং রয় কৃষ্ণকে। কিন্তু এত কিছুর পর নতুন মরসুমে ফেরাদোর স্কোয়াডে জায়গা হল না স্লাভকোর। যুগোশ্লাভিয়ার এই ডিফেন্ডার মরসুমের মাঝপথে সবুজ সেনান ব্রিগেডে যোগ দিয়েছেন। রক্ষণে নির্ভরতা দেওয়ার পাশাপাশি ডার্বি ম্যাচে গোল করেছেন। এএফসি কাপে ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই নিজের সোশ্যাল সাইটে মন্তব্য করে দল ছাড়ার জল্পনাকে আরও উন্স্কি দিয়েছেন বাগান ডিফেন্ডার। বাগানের এই ডিফেন্ডারকে দলে নিতে আগ্রহী

ছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু লাল হলুদকে টেকা দিয়ে স্লাভকোতে দলে নিতে চলেছে সুনীল ছেত্রীদে়র দলই। এদিকে, ইতিমধ্যেই দলবদলের বাজারে সেরা চমক দিল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। সুব্রের খবর, হেড অফ পারফরম্যান্স ও অ্যানালিসিস্ট হিসেবে লাল হলুদে যোগ দিতে চলেছেন ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তী প্রাক্তন জাতীয় ফুটবল আইএম বিজয়নের পুত্র আরামো বিজয়ন। গোটা সিজন নিজেদের দলের তো বটেই বিপক্ষ ফুটবলারদের তুলসেরা বিশ্লেষণ করে আরোমাল সাহা্য্য করবেন স্প্যানিশ কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাতকে। বিজয়ন পুত্রকে দলে নিয়ে বড় চমক দিল লাল হলুদ। বাবার মত বিখ্যাত ফুটবলার হতে পারেননি। তবে আরোমাল ফুটবল থেকে দূরে থাকেননি। পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন ডিভিও অ্যানালিসিস্ট কাজ। এর আগে গোকুলাম কেরালার পারফরম্যান্স অ্যানালিসিস্ট হিসাবে কাজ করেছেন। এবার সবারসি পাড়ি লিলেন ইস্টবেঙ্গলে। নতুন অধ্যায় শুরুর জন্য। ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের হেড কোচ বিনো জর্জের সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় রয়েছে গোকুলাম কেরালা থেকেই। এবার বিনোর সঙ্গে কলকাতা ময়দানে রিইউনিউন ঘটছে আরোমের।



ইস্টবেঙ্গল নতুন সিজনে ঢেলে দল সাজাচ্ছে। কনস্টানটাইন জমানার ১১ তারকাকে একদিন আগেই ছাটাই করার কথা জানিয়েছে লাল-হলুদ শিবির। চার বিদেশি সহ সাং দৈনিকে বাতিলের খাতায় ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। ইভান গঞ্জালেজকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে কথাবার্তা চালানো হচ্ছে। দুই পক্ষ সম্মত না হলে ইভানকে আরও এক সিজন খেলাতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে। দলবদলের বাজারেই ইস্টবেঙ্গলে বিজয়নপুত্রের আগমন নতুন আমেজ এনে দিল। লোবোরাকে কোচ করে এনে ওড়িশা এফসি ঢেলে সাজাচ্ছে নিজেদের দেলগাদোসের সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে জাগরানটারা। এছাড়াও লোবেরা স্কোয়াডে ডেকে নিয়েছেন নিজের দুই চ্যাম্পিয়ন প্রাক্তন শিখাৎ-মুর্তাদা ফল এবং আহমেদ জাহককে। একাধিক দেশীয় তারকার ওপরেও নজর রাখছে ওড়িশা।

সব খবর সবার
আগে, বাংলায়

Download The App Now

GET IT ON
Google Play

ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন